মুসোলিনি

মুসোলিনি।

পাওলো ওরানো।

অধ্যাপক, পেরুজা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদক

শ্রীপ্রমথ নাথ রায় এম, এ।

প্রকাশক

আর, সি, চক্রবর্ত্তী

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ।

১৫নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

A

Giuseppe Tucci, PH. D.

e

Alla Sua Gentile Signora,

i miei maestri di lingua e letteratura Italiana,

Lo dedico il primo frutto del mio studio.

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র বইখানা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মুসোলিনির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক বই লিখিয়াছেন; দিন দিন এই সকল পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; এই সকল পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলিতেই ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন, ইহার আবির্ভাবের কারণ, ইহার আদর্শ, ইহার সফলতা, অসফলতা ও তৎসঙ্গে মুসোলিনির জীবনের নানা কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই বইখানাতে এ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া সম্ভব নয়। ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে লোকের মনে এখনো নানা দ্বিধা ও শঙ্কা বর্ত্তমান; ইহার আদর্শকে এখনো লোকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই; জগতের ইতিহাসে ইহা এক অভিনব প্রচেষ্টা, যদি সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে তাহা হইলে ইহা যে মানব-সমাজের কতকগুলি অতি জটিল সমস্যার মীমাংসা সাধন করিয়া জীবনের গতিকে সহজ ও সরল করিয়া দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে কেহ কেহ ইহার মধ্যে নৃশংস আদিম বর্ব্বরতার মিথ্যা বিভীষিকা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন; কেহ কেহ ইহাকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ও মানুষের ন্যায্য অধিকারের পরিপন্থী মনে করিয়া ইহার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন। ফ্যাসিজম্ মাত্র সেদিনের আন্দোলন, ইহার ফলাফল এখনো ভবিষ্য-গর্ত্তে নিহিত; ইহা সফলতা লাভ করিতে পারে, না ও পারে; কিন্তু ইহার ভাল-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা, সিদ্ধি-অসিদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও, যিনি ইহার প্রবর্ত্তক, যিনি ইহার প্রাণ, তিনি যে বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার

করিবেন না। এই ক্ষুদ্র বইখানা তার ব্যক্তিত্বের, তার চরিত্রের, মানুষ হিসাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তারই একটী সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা। লেখক পাওলো ওরানো পেরুজা বিশ্ববিদ্যালয়ে "History of Journalism" এর অধ্যাপক, এবং একজন প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক; গত কুড়িবৎসর যাবত তিনি ইতালীর রাজনীতিক্ষেত্রে চলাফেরা করিয়া মুসোলিনির চরিত্রের নানাদিক যতটা ঘনিষ্টভাবে জানিতে পারিয়াছেন, এমন বোধ হয় আর কেহই পারেন নাই। কিন্তু তিনি শুধু জানিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাহাকে বুঝিয়াছেন, তার চরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং "জগতের কর্ম্ম-রঙ্গমঞ্চে ও ইতালীর ইতিহাসে মুসোলিনির আবির্ভাব তার মতে যে সত্যের সূচনা করিতেছে, অপরের অপেক্ষা না রাখিয়া তা বলিবার জন্যই" এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি নিজে দার্শনিক, সেইজন্য তার সমালোচনা সাধারণের পক্ষে মাঝে মাঝে একটু আধটু দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু ইতালীয়ান ভাষায় ইহা একটী সুলিখিত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, বেগময়ী; স্থানে স্থানে রচনা চাতুর্য্যের অনুপম সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই সকল কোমল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ইতালীয়ান ভাষার প্রকৃতির সহিত এমন অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট যে ভাষান্তর ক্রিয়ায় তাহা রক্ষা করা সুকঠিন। এ বিষয়ে আমি কোনরূপ সাফল্যের গৌরব করি না। আমি বইখানা বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে যথাসাধ্য সুখবোধ্য ভাবে অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, এবং লেখকের দেশের ন্যায় এদেশেও ইহা সুধীজনের নিকট হইতে আদর লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

অনুবাদক।

মুসোলিনি।

কর্ম্মী মুসোলিনি।

বেনিতো মুসোলিনির শাসনকালের প্রথম দিন হইতে তার চরিত্রের যে বৈশিষ্ঠ্য আমার চক্ষে ধরা পড়িয়াছে সেটা তার কর্ম্মানুরাগ অথবা মনন শক্তির প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি।

এই শক্তি দ্বারা জীবনকে অনুপ্রাণিত করা; প্রতি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও অনুভূতিকে এই শক্তির অধীনে আনা; নিজেকে সর্ব্বদা এমন পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে স্থাপিত করা যাতে বাধ্য হইয়া এই শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়; কাজ করা; কেবল কাজ করা; জীবনকে নানাবিধ উপায়ে পরখ করিয়া দেখা; মানুষের ইতিহাসে যা এতকাল অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে তাকে সম্ভব করিয়া তোলা, ইচ্ছাবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মানবাত্মার সমগ্র বিকাশ-পদ্ধতিকে উপলব্ধি করা; দর্শনের স্থানে ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা; এই শক্তিকেই জীবনে নিরপেক্ষ ও প্রবল

করা ; কর্ম্মকেই বাঁচিয়া থাকিবার মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করা ;—এই তার আদর্শ। তার সমগ্র জীবন এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।

তিনি চিন্তা চাননা ; বিশ্বাস চাননা ; নিছক জ্ঞান তার কাম্য নয়, নিছক মনীষাও তার অভিপ্রেত নয়। তিনি কর্ম্মী, তিনি সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বিভিন্নাংশের সমন্বয় সাধন দ্বারা সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে কার্য্যসিদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। তিনি মননশক্তির উপাসক।

মুসোলিনি প্রচলিত মতবাদের ধ্বংস সাধক। বিশেষতঃ যে মতবাদ রাজনীতির ক্ষেত্রে দলের সৃষ্টি করে, বিরোধের প্রাধান্য বাড়ায়, তিনি তার পরম শত্রু। এই মহান বিদ্রোহী বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক মত ও মনুষ্য চিন্তাধারার উপর কিরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন আমাদের ভাবী বংশধরগণ তার বিচার করিতে সমর্থ হইবে।

মুসোলিনি জীবনকে রাজনীতিদ্বারা জয় করিয়াছেন। সত্যের, বাস্তবের চিত্তজয়ী প্রকৃত মূর্ত্তি জ্ঞানীর কাছে অবগুণ্ঠনাবৃত থাকে, কিন্তু যিনি কর্ম্মী তিনি অতি সহজেই তা দেখিতে পান। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাতনাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক হইতে যে নব্য দর্শনের অভ্যুদয় হয় তা একদিন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, নীতি ও ধর্ম্মমূলক সকল প্রকার চিন্তায় বিপ্লব আনিয়া মানুষকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ এই বিস্ময়প্রদ চিন্তার কতটুকু প্রয়োগ-সাধ্য তা দ্বারাই আমরা ইহার মূল্য

নির্দ্ধারিত করি। মুসোলিনির "ইউনিসিজম্" অথবা ঐক্যবাদ অনেকটা সেণ্ট টমাসের মতের অনুরূপ। এই চিন্তাশীল খৃষ্টীয় সাধু তার "সুম্মা" (Summa) নামক গ্রন্থে দেহ ও আত্মার যে সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন, মুসোলিনির প্রবর্ত্তিত মতবাদে —ইহা ব্যবহারিক সত্যেরই নামান্তর মাত্র—তাহা এক অশ্রুত-পূর্ব্ব অভিন্নতা লাভ করিয়াছে। আত্মা কর্ম্মে রূপান্তরিত হয়, দেহ তারই বাহ্য প্রকাশ মাত্র। যে মানুষ প্রত্যেক চিন্ময় প্রক্রিয়াকে ইচ্ছাশক্তির অধীনে আনে নাই তার পক্ষে ইহা সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

মুসোলিনির ভিতর যে অপরিমিত জীবনতৃষ্ণা আছে আমি একসময় সে সম্বন্ধে লিখিয়াছি। এই লোকটীর মস্তিষ্কে নিছক বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তা কিংবা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার স্থান নাই। যাহা গতিশীল তিনি একমাত্র তারই উপাসক। তিনি নব নব পরীক্ষা দ্বারা জগতে পরিবর্ত্তন সাধনের পক্ষপাতী। চিন্তনীয় বিষয় অপেক্ষা করণীয় বিষয়ই তার কল্পনার সামগ্রী। তিনি যে নিজেকে সামাজিক জীবনে ক্রিয়াশীল একটী প্রাকৃতিক শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন তা তার পক্ষে অযৌক্তিক নয়। আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি অনেক সময় যে সকল অত্যুক্তি করিয়া থাকেন তাও তার পক্ষে অশোভন নয়। তার অতি সংযত উক্তিগুলির জন্য দার্শনিককে শ্রোতার অনুমতি নিতে হইত কিংবা পাঠকের নিকট ক্ষমা চাহিতে হইত। কর্ম্মলালসা তার দুই চক্ষু দীপ্ত ও বিস্ফারিত করিয়া তুলে।

তার মন কর্ম্মজগতের সম্ভবপর বিষয়গুলি ধরিবার জন্য সতত প্রস্তুত। বর্ত্তমানে কোথায় কোন অন্তরায় অতিক্রম করিতে হইবে, ভবিষ্যতে কোথায় কোন নূতন কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, তিনি অবিরত তাই অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। তিনি যখন পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চলেন তখন তার অন্তরের ক্ষিপ্রচিকীর্ষু, দৃঢ়ব্রত, পূর্ণ মানুষটীও যেন চলার ছন্দের সাথে সাথে দুলিতে থাকে। এই ক্ষিপ্রতা, এই তৎপরতা, মনের এই উদ্যত ভাবের একত্র সমাবেশের ফলে জীবনের আদি উপাদান ও ইতিহাসের দুর্ণিবার শক্তিগুলির সহিত তার চরিত্রের একটী নিগূঢ় মিলন সাধিত হইয়াছে। মুসোলিনির জীবন শুধু মন্ত্রীর জীবন নয়, তার কর্ম্ম-পদ্ধতি শুধু রাষ্ট্রনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে শক্তি রাজানুগ্রহের ফল, পদগৌরব সম্ভূত কিংবা গণতন্ত্রের দান তার পরিধি নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু মুসোলিনি স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তির চেতনায় সাধারণ রাজনীতির সীমা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্ম্ম-ক্ষেত্রকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন। মুসোলিনি মনে করেন তিনি একজন ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি বিশ্বাস করেন ইতিহাসের এক অতি সঙ্কটকালে মানুষের জটিল সমস্যার মীমাংসা করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুত্থানের পতাকাবাহী অগ্রদূত। ইতালীতে আজ জাতীয় জীবনের যে পুনরুত্থান হইয়াছে তা

লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য জাতিও নিজেদের মুক্তির পথ ও প্রণালী বাছিয়া লইতে পারিবে।

মুসোলিনি যে মত প্রচার করিতেছেন তাহা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক দল কর্ত্তৃক সমভাবে গ্রহণীয়। গণতন্ত্রের পুনরুত্থানের ফলে ইহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। উদার-নৈতিক কিংবা পূর্ণস্বাধীনতাকামীদিগের নিকটও ইহা বিরোধের বস্তু নয়। তিনি এই সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ও ইহাদের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া এক নব যুগের ও নূতন ইতালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মুসোলিনির পক্ষে এখন একমাত্র বৈরি—ইতিহাস।

মানব সমাজ এক বিরাট রহস্য। ইহার একাংশ চিন্ময়, একাংশ স্থূল। একাংশ অগ্রে যাইতে চায়, অপর অংশ তাতে বাধা দেয়। যে সমাজের হিতার্থী, এই চিন্ময় অংশ তার কাজের সমর্থন করে, কিন্তু স্থূল অংশ প্রতিপদে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মুসোলিনির পুনর্গঠনশালিনী প্রতিভা ও বুদ্ধিজীবি ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু জাতির মন তার দিকে। ইতিহাসের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ঘটনার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া যারা আনন্দ পান, অতীতের আকর্ষণ ও সুদূরের মোহ বর্ত্তমানের ও স্বদেশের নিগূঢ় ঘটনাগুলিকে তাদের দৃষ্টিশক্তির অন্তরাল করিয়া রাখে। তাই তারা আমাদের চক্ষের সম্মুখে এই যে বিরাট ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া

বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন না। কিন্তু পৃথিবীতে মুসো-লিনিই এখন একমাত্র ব্যক্তি যার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ জননীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া আসিবে। বস্তুতঃ এই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী দলের নেতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ধর্ম্মোন্মত্ততাকেও ছাড়াইয়া যায়। জগতের কর্ম্মরঙ্গমঞ্চে ও ইতালীর ইতিহাসে মুসোলিনির আবির্ভাব আমার মতে যে সত্যের সূচনা করিতেছে, অপরের অপেক্ষা না রাখিয়া তা বলিবার জন্যই আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি।

মুসোলিনি ও ধর্ম্ম।

অধিকাংশ ইতালীবাসীর নিকট দেশাত্মবোধ এতদিন একটী ধ্বনিগর্ব্ব অসার শব্দমাত্র ছিল। তাদের দেশপ্রীতির মধ্যে যে ঐকান্তিকতা ছিল না তা নয়, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের সহিত সম্পর্ক না থাকায় তাতে কোন সুফল ফলিতে পারে নাই। আগে দেশপ্রীতি ও ধর্ম্ম এই দু'য়ের মধ্যে কোন বন্ধন ছিল না। লোকে মনে করিত এরা যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, দুইটী পৃথক জগত, দুইটী সান্তরাল সমতল ভূমি। আগে নাগরিকের জীবনও তাই দ্বিধাবিভক্ত ছিল। অনেক সময় একই ব্যক্তির ভিতর নাগরিক ও স্বদেশসেবকে দ্বন্দ্ব বাধিত। ইতালীর রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস—দান্তে, মাকিয়াভেলি, মাৎসিনি, জোবের্ত্তি—ধর্ম্ম ও রাজনীতি, রাজকীয় শক্তি ও যাজকীয় শক্তি, ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিতর দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ইতিহাস। আজ মানুষ বলিতেছে মৈত্রীর ভিতর দিয়া শত শত বর্ষের সঞ্চিত বিবাদ মিটাইতে হইবে, সহযোগের ভিতর দিয়া সকল প্রকার আর্থিক কলহের অবসান করিতে হইবে। কিন্তু এই বাধাবুলি দুইটী অনেক দিন যাবত প্রচলিত আছে, ইহারা একই সত্যের দুইটী প্রাচীন ব্যাখ্যা মাত্র। আজ এই সত্যকে প্রকাশের জন্য একটী নূতন শব্দের আবশ্যক।

কুশীদজীবীর ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীর দিন এখনো গত হয় নাই; সন্দেহী, মানবদ্বেষী, নাস্তিক ও অপবাদকের দল আজও

বাঁচিয়া আছে। কিন্তু ইতালীতে আজ এমন একটী নূতন জাতি জন্মিয়াছে পিতৃভূমিই যার কাছে দিব্যসত্য স্বরূপ, ইতালীই যার নিকট পরম আরাধ্য দেবতা। সাম্যবাদের যে অগ্নিশিখা সমগ্র জগতে দ্রুত বিস্তৃত হইতেছে, কেউ তা অস্বীকার করে না; চারিদিকে যে দেশকালনিরক্ষেপ নির্ম্মল সৌভ্রাত্র্য বোধ জাগ্রত হইতেছে, কেউ তাতে অনাস্থা প্রদর্শন করে না। কিন্তু সমসাময়িক মানব-সমাজে, বিশেষতঃ ইতালীতে, যে তৃতীয় একটী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধীরে ধীরে সঞ্জাত হইয়া উঠিতেছে যদি কেউ তা লক্ষ্য না করিয়া থাকেন, তিনি অন্ধ। এই নৈতিক শক্তি নূতন দেশাত্মবোধ রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। স্বদেশ বলিতে এখন লোকে নূতন জিনিষ বুঝে। দেশপ্রীতি এখন অন্তরে নবভাবের সঞ্চার করে। এই প্রীতির মধ্যে এক প্রকার বীরজনোচিত উগ্রতা, ধৃষ্টতা ও সুগভীর উচ্ছ্বাস বিদ্যমান আছে যা শুধু প্রথম যুগের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে লক্ষিত হইত। এই বিশাল জগতে ভাঙ্গাগড়া এক সঙ্গে চলিতেছে, এখানে অহরহ অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিতেছে। মুসোলিনি যে বাণী প্রচার করিতেছেন তাতে ইতিহাসের বিভিন্ন নৈতিক উপাদানগুলি মিলিত হইয়া এমন এক অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে যা রাজনীতি ও ধর্ম্ম উভয়েরই ভাবী উন্নতির পক্ষে সমভাবে অনুকূল। আজ আমাদের ক্ষণজন্মা নেতাকে কেন্দ্র করিয়া, মনের দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে, চারিদিকে যে ভাঙ্গাগড়ার কার্য্য চলিয়াছে ইহা কি

ভবিষ্যতে ইতালীতে যে নূতন ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিবে তারই গঠন-কালীন অবস্থা নয়? কাল কি এই নূতন দেশপ্রীতির কল্পনাও কারো মনে স্থান পাইয়াছিল? ইহা যে সম্ভব কেউ কি ভ্রমেও তা চিন্তা করিয়াছিল? অনেক কাল আগে জোবের্ত্তি ও মাৎসিনী দুইটী পৃথক উপাদানকে একটী নূতন তৃতীয় উপাদানে পরিবর্ত্তিত করিবার বাসনাই মনে মনে পোষণ করিতেন মাত্র।

মুসোলিনি যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া কারো কারো ক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছে। তারা অসন্তোষের সহিত বলেন মুসোলিনি খৃষ্টীয় যাজকসম্প্রদায়কে বড় বেশী দান করেন, কিন্তু যাজক সম্প্রদায় তৎপরিবর্ত্তে রাষ্ট্রকে এমন কি দেয়? বিনিময়ই দানের রীতি। (Do ut des.) কিন্তু এক্ষেত্রে এই নীতি কাজে পরিণত হইতেছে কোথায়? এইরূপ অভিযোগের মধ্যে কোন দূরদৃষ্টি নাই। মুসোলিনির কৃতিত্ব এই যে তিনি বিনিময়ের আশা রাখিয়া দান করেন না। বস্তুতঃ মুসোলিনি সমস্ত জগতের সম্মুখে এমন একটী সার্ব্বজনীন আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন যার আকর্ষণী শক্তি দুর্নিবার। গণ হইতে জাতি, জাতি হইতে রাষ্ট্র। এ প্রচেষ্টা সমাজের পক্ষে এমনই প্রয়োজনীয় যে মানুষের ইহাতে যোগ না দিয়া উপায় নাই। ইহাকে সফল করিতে হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়কেই পূর্ণ আত্মাহুতি দেওয়া চাই।

মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন সে

নাগরিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ কাজ অতি কঠিন। ইহাতে ঐকান্তিক সরলতা ও উৎসাহের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এই ঐকান্তিকতা ও উৎসাহকে একেবারে ধর্ম্মোন্মত্ততায় পরিণত করিতে হইবে। নাগরিক জীবনে যখন এই ঐকান্তিকতা ও সরলতা ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে তখন শাসক ও শাসিতের কাজে কোন বাধ্যতার লক্ষণ থাকে না। শাসন করা শুধু সুযোগের সেবা করা নয়। শাসন করার অর্থ সর্ব্বদা মহৎ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া এমন ভাবে একটী প্রোগ্রাম গঠন করা যেন আত্মার সম্পূর্ণ অনুমোদন ও মননশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ ব্যতীত তা সফলতা লাভ না করিতে পারে। পিতৃভূমিতে ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি না করিতে পারিলে দেশসেবায় কোন মাহাত্ম্য থাকে না। বস্তুতঃ যে সকল জাতি ও যে সকল রাষ্ট্র পৃথিবীতে একটী অম্লান যশঃশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া যাইতে চায়, তারা দেশমাতৃকার অর্চ্চনায় দেবতাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে।

এইরূপ দেশপ্রীতি ধর্ম্মবিশ্বাসের নামান্তর মাত্র।

দেশপ্রীতি ও ভগবৎপ্রীতি এক হইয়া গেলে সকল সমস্যা আপনা হইতে সহজ হইয়া আসে। নাগরিকের মনে তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। ঐশী শক্তিতে বিশ্বাসের ফলে পিতৃভূমির ভাগ্য তখন নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। ইতালীই তখন সেবকের মনের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এই আদর্শের আলোক

পড়িলে পিতৃভূমি শুধু খানিকটা ভূভাগ মাত্র থাকে না। ইহার আকার ও অবয়ব তখন সেবকের চক্ষে পবিত্র হয়ে উঠে। ইহা ধর্ম্ম-নিষ্ঠ আত্মার একমাত্র ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য স্বরূপ হয়। অন্তরের সকল প্রার্থনা তখন ইহারই জন্য উত্থিত হয়। ইহারই আরাধনা তখন সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এ যুগের যে সকল স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধার সহিত মুসোলিনির বাণী গ্রহণ করিয়াছেন তারা নিজেদের ধর্ম্মতঃ মুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাদের মন সকল প্রকার সংস্কার ও সমস্যা হইতে বিমুক্ত। ইহার ফলে শাসিতের মন যখন শাসকের আদেশবহ হইয়া চলে, তখন তা যুগপৎ ধর্ম্মবোধ ও পৌরজনোচিত কর্ত্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করে। এই কাজ ভিতরকার পূর্ণ-আত্মত্যাগী সত্য মানুষটীকে অবিকৃত রূপে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সকল জটিল বিষয়ের এমন একটী সহজ সরল সিদ্ধান্ত দান করে যা অন্যবিধ উপায়ে অর্জ্জিত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এ সিদ্ধান্ত স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রাণের সিদ্ধান্ত। আত্মোৎসর্গ যে যুগের আদর্শ, সে যুগের মানুষ চিরাচরিত বাহ্যানুষ্ঠান সমূহ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করে। মুসোলিনির কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি পিতৃভূমিকে ধর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছেন, দেশাত্মবোধকে তিনি মিষ্টিসিজমে পরিণত করিয়াছেন। তার কাছে বিশ্বাস, পবিত্রতা, আত্মোৎসর্গ পৌরবিবেক (civic conscience) গঠনের সহা-

য়ক শক্তিস্বরূপ। এই জন্যই তাকে ঈপ্সিত লাভার্থে কুটিল রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। যে জাতি ধর্ম্মে আস্থাহীন,যে প্রতিষ্ঠান আধ্যাত্মিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে, তার পক্ষেই শুধু ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু মুসোলিনির ইতালী নিজের উপর বিশ্বাস রাখে, আত্মার উপর বিশ্বাস রাখে, যে বিশ্বাসের বলে গিরি উৎপাটন করা যায় সেই বিশ্বাস তাকে রূপান্তর দান করিয়াছে।

মুসোলিনি প্রাপ্তির আশা রাখিয়া দান করেন না। প্রাণের গভীর বিশ্বাসের ফলে দানের আকাঙ্ক্ষা তার ভিতর স্বতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন তাতে সংশয় কিংবা সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নাই। বস্তুত. তার আমলে ইতালীর অধিবাসীগণ আত্মোন্নতি সম্বন্ধে এমন বিশ্বাসপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াছে যে গির্জ্জাকে তারা এখন দেশসেবার অঙ্গ মনে করিয়া থাকে। এমন ধারণা পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় অতীতে ইহা কখনো এত শক্তি অর্জ্জন করে নাই। এখন বলিতে গেলে ইহা এক প্রকার মূল সূত্রে পরিণত হইয়াছে।

অতীত ও বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র।

ইতালীর মত এমন হতভাগ্য গবর্ণমেণ্ট বোধহয় অন্য কোন দেশে ছিলনা। ইতালীতে যেদিন প্রথম রাষ্ট্র স্থাপিত হয় সেইদিন হইতে এদেশের জনসাধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেণ্টকে ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে পদে পদে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু এই নব মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র প্রচারের ফলে, এই নূতন শাসনের নমুনা দেখিয়া, কর্ত্তৃপক্ষও আজকাল প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য অধিকতর কঠোর নীতি অবলম্বন করায়, লোকের মনে সরকারের প্রতি এক্ষণে একটী সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী, প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী, উদার-নৈতিক, যাজক, চাকুরে, সৈনিক, ছাত্র, সাংবাদিক, আবালবৃদ্ধ সকলেই মুসোলিনি আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একবাক্যে শাসনতন্ত্রের অবমাননা করিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিত্য নূতন দলের অভ্যুদয় হইত। আপামর সকলে সরকারের নিন্দা করিত। সরকারকে সকলের সকল অপরাধের বোঝা বহন করিতে হইত। দুর্ভাগ্য গবর্ণমেণ্ট ছিল প্রত্যেকের আক্রোশের বস্তু, অশ্রদ্ধার পাত্র। যে সে দেশবাসীর নিকট হইতে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিত, শুধু সরকারেরই সেই সৌভাগ্য ছিলনা। কাউন্সিলের অতি ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রবান প্রেসিডেণ্টকেও প্রতিপত্তি বজায়

রাখার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত, কারণ সাধু থাকিয়া নিজের দক্ষতা প্রমাণ করিবার মত দীর্ঘকালের সুযোগ তাকে দেওয়া হইত না। অথচ লোকে মনে করিত দেশ যেরূপ শাসনতন্ত্র চায়, পার্লামেণ্টের ভিতর দিয়া তাই পাইতেছে। পার্লামেণ্টের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চক্রী লোক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সকল চক্রান্ত করিত তখনকার মন্ত্রীদিগকে তা ব্যর্থ করিতেই নিজেদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে হইত। এই চক্রান্তকারীরা কাভুরকে যন্ত্রণা দিয়াছিল, ক্রিস্পির মত মন্ত্রীকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়াছিল। কয়েকমাস পরে শাসনতন্ত্র যখন হস্তান্তরিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিত, তখনো লোকে মনে করিত যে দেশে "অধিকাংশের" শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সমালোচকের হাত হইতে কারো নিষ্কৃতি ছিলনা। এক শাসনতন্ত্র গেলে তারা অন্য শাসনতন্ত্রকে নিয়া লাগিত। নানা বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা রক্ষার অক্ষমতা হইতে লোকে রাজকর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতা নির্ণয় করিত (গণতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালী এইরূপ বহু লোককে শক্তি বিকাসের সুযোগ না দিয়া অকালে স্থানচ্যুত করিয়াছে)—এবং অজুহাৎ মিলিলেই মনের যত বিষ সরকারের উপর উদ্গীরণ করিত, এমন কি অশিক্ষিত ইতর লোকের ভাষায় সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বিদ্রূপ করিতে পর্য্যন্ত ছাড়িত না।

কিন্তু আজ মুসোলিনি ইতালীর মন্ত্রণা-পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিজেকে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি

যে বিপ্লব আনিয়াছেন প্রতিপক্ষগণ তা স্বীকার করিতে নারাজ। কিন্তু দেশের আইনে যে বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সে কথা তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। ফলতঃ কথা একই, কারণ ইহাও বিপ্লব যে সাধিত হইয়াছে তারই পরোক্ষ স্বীকারোক্তি মাত্র। কিন্তু মুসোলিনি প্রাচীন আইনের দুইটী জিনিষ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটীর উপর শাসনতন্ত্রের শক্তি ও সামর্থ্য নির্ভর করে—একটী সম্রাটের আনুগত্য, অপরটী গির্জ্জার প্রতি শ্রদ্ধা।—যে রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে চায় তার পক্ষে যুগ যুগান্তের শক্তির উৎসগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এতদিনকার শক্তির মূল ছিন্ন করিয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তা কখনো মানুষের আদিম স্বাভাবিক অবস্থার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সোভিয়েটিজম্ এইরূপ একটী প্রতীপগামী শাসনতন্ত্র। ইহার সংহতি কৃত্রিম, অনাধ্যাত্মিক, যেন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহার সংযোগ সাধন করা হইয়াছে।

একমাত্র ঈশ্বরই শূন্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ যখন সেরূপ করিতে চেষ্টা করে তখন তাকে বাধ্য হইয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের থিওক্রেসির আমলে ফিরিয়া যাইতে হয়। অতি ধীরে, অতি বিনম্রচিত্তে আবার সকল জিনিষ প্রথম হইতে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, কিন্তু এইরূপ প্রচেষ্টার বিপদ এই যে আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করিয়া পুনরায় সভ্যতার স্তরে উন্নীত করিতে হয়ত বহু শতাব্দী চলিয়া যাইবে।

———

মুসোলিনির প্রতিপক্ষগণ।

ইতালীর সংবাদপত্র সমূহ যখন ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের সপক্ষে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করে তখন হইতে মুসোলিনির বিরোধীগণের সংখ্যাও ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া কমিতে সুরু হয়। ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের নেতারূপে তিনি যেদিন দেশের শাসনতন্ত্র দখল করিয়া বসিলেন সেদিন যে কয়জন মুষ্টিমেয় শত্রু অবশিষ্ট ছিল তাদের মুখ পাণ্ডুর আকার ধারণ করিল, তাদের শ্বাস রোধের উপক্রম ঘটিল। তিনি সদলবলে জাতির জীবনে ও দেশের আইনে সমস্ত ওলটপালট করিতে লাগিলেন আর তারা বাতপঙ্গু লোকের মত অসহায় ভাবে বসিয়া বিমূঢ় চিত্তে তাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু দুইশত লোক ফ্যাসিষ্টদিগের এই আধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া পার্লামেণ্ট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং নানা স্থানে ছত্রভঙ্গ হইয়া এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া নিজেদের মনের বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। পার্লামেণ্টের কিঞ্চিদধিক পাঁচশত সভ্যের মধ্যে এই দুইশত লোক প্রতিনিধি-রূপে আসিয়াছিল। কিন্তু আজ তারা দেশের কাছে, স্বপক্ষের লোকের কাছে, জগতের কাছে, ইতিহাসের কাছে নিজেদের কৃতঘ্ন প্রতিপন্ন করিয়া, অতীতের তুলনায় অনেক বেশী জঘন্য, অনুদার ও কম প্রজাতন্ত্রমূলক উপায়ের সাহায্যে বর্ত্তমান

পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে এক বিরাট যুদ্ধ করিবার সম্ভাবনায় অলসভাবে কাল হরণ করিতেছে। যে মুসোলিনি বিপ্লবের দিনে রোম দখলের পর নিজের প্রবল শক্তিদ্বারা রক্তলোলুপ ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদিগকে হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাকেই এক শোচনীয় ঘটনার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তার রক্তদ্বারা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে, ক্ষুদ্র বৃহৎ দশটী সম্প্রদায়ের এই দুইশত প্রতিনিধি পার্লামেণ্ট হইতে দূরে সরিয়া স্ব স্ব বিবরাভ্যন্তর হইতে ভয়-হিংস্র পশুর ন্যায় উচ্চ স্বরে গর্জ্জন করিতেছে। এই দুইশত লোকের না আছে দায়িত্ব-বোধ, না আছে কর্ত্তব্যজ্ঞান। এরা প্রয়োজন হইলে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করিবেনা। এরাই আবার মুসোলিনির নিকট হইতে সম্মানের দাবী করে, শাসনকার্য্যে তাকে নিজেদের আদর্শ অনুসারে পরিচালিত করিতে চায়। শত্রুপক্ষের আদর্শ! শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যকরী এমন কি আদর্শের জন্য তারা লড়াই করিতেছে?

বেনিতো মুসোলিনি নূতন শাসন প্রবর্ত্তিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের নৈতিক ও ঐহিক জীবনের নানাক্ষেত্রে যে সকল কল্যাণকর পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়াছেন, প্রতিপক্ষ যে শুধু হিংসাপরবশ হইয়াই সে সকলের তীব্র নিষ্ফল সমালোচনা করে তা কারো অবিদিত নাই। কিন্তু কি প্রোগ্রাম অনুসারে যে তারা শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিতে চায় তা কেউ জানেনা।

১৯২২ সালের ২৮শে অক্টোবরের পূর্ব্বে লোকে স্বাধীনতা বলিতে যা বুঝিত তারা কি সেই স্বাধীনতার আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়? কিন্তু তার ফলে দেশে আগুণ জ্বলিবে, রক্তারক্তি হইবে, নানা দুঃখপরিণাম দুর্ঘটনা ঘটিবে। এখনো পৃথিবীতে এমন লোক বিদ্যমান আছে যারা, ইতালী যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তাদের মনে যে অসূয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, যুদ্ধে জয়লাভের পরেও সে অসূয়া ভুলিতে পারে নাই। তারা প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। তাছাড়া, কিছুদিন ধরিয়া ইউরোপে এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে একদল লোক জীবনের অনুকূল সকল প্রকার চিন্তা, শৃঙ্খলা, নিয়ম, অনুশাসন ও সমাজের অগ্রগতির বিরুদ্ধে এক বহু-ব্যাপক, প্রবল, বিরামহীন আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে। স্বাধীনতার পূর্ব্ব আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে এরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ইতালীকে স্বার্থের চক্ষে দেখে, হিংসায় তাদের মন কলুষিত। নিরপেক্ষভাবে স্বদেশের ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি তাদের নাই। তবে আশার বিষয় এই যে, যে সকল অনিষ্টকর মতবাদ বিনাবাধায় অন্যত্র বিস্তার লাভ করিতেছে, যা ইউ-রোপের সকল দেশের, বিশেষ করিয়া ইতালীর সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্র সমূহের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, মুসোলিনির জন্য ইতালীতে তা বিস্তৃত হইবার সুযোগ পাইতেছে না।

প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রই এই অপকর্ষ-সাধিকা চিন্তাধারার গতি অবরুদ্ধ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু নানা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও কেউ প্রকাশ্যে ইহাকে দমন করিতে সাহস পায়না। একমাত্র ইতালীই এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছে। সেই শুধু বিপ্লবীদিগের আপাতসুন্দর আদর্শে বিমুগ্ধ না হইয়া, সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া, ইহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে জীবনকে সুস্থ ও সবল করিয়া, ইহার বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া, একটী কল্যাণকর আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মুসোলিনি যে অভি-যানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন অচিরে তার গতিরোধ না করিলে একাধিক দেশের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবে।

ইতালী অতীতে প্রতিপক্ষের দেশশাসনের নমুনা দেখি-য়াছে। যদি পূর্ব্বের সেই উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা, সেই গণতন্ত্রমূলক শাসন, সেই সাম্যবাদই তাদের কাম্য হইয়া থাকে, আর তাদের হাতে দেশের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে পুনরায় পূর্ব্বনীতির অনুসরণ করিতে হইবে। লোকে আবার আগেকার সেই ষড়যন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র ফিরিয়া পাইবে। প্রতিপক্ষগণ জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া আজ কমুনিষ্ট, বলশেভিক, ফ্রিমেশন ও ডিমোক্র্যাট-দিগের সহিত যোগ দিয়াছে। এই জিঘাংসার ফলেই সম্ভবতঃ জাতি ও রাষ্ট্রে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যদি প্রতি-

পক্ষগণ শাসনভার গ্রহণ করে তাহা হইলে কে স্বদেশকে তাদের দৌর্ব্বল্যকর উন্মত্ত খেয়ালের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? যদি স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিমাসে শাসনতন্ত্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে আর এই একমাস কালও ইহাকে সুষ্ঠুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া না হয় তবে কে ইতালীকে অশেষ দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে?

প্রতিপক্ষগণ স্বদেশের হিতাহিতবোধহীন। বাস্তবের প্রতি তারা অন্ধ। ঘটনা সমূহের অতি সাধারণ তাৎপর্য্যটুকু বুঝিবার শক্তি তাদের নাই। মুসোলিনি যে একাধিপত্য-মূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তা যে জাতীয় উন্নতির অনুকূল, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য ভবিষ্যতে অনেকদিন পর্য্যন্ত যে দেশে এমন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকাই আবশ্যক, এটা তারা বুঝিয়াও বুঝেন না। ইতালী পৃথিবীতে সম্মানের সহিত, প্রতাপের সহিত বাঁচিয়া থাকিতে চায়। যারা তাকে দুঃস্থ, দুর্ব্বল করিয়া রাখার পক্ষপাতী, যারা তার উন্নতির সহায়ক না হইয়া বিঘ্নের সৃষ্টি করে, যারা প্রতিহিংসা গ্রহণের চিন্তায় ব্যস্ত, যারা শুধু দুর্ভাগ্য ডাকিয়া আনিতে পটু, এক কথায়, যে সকল জননায়ক পার্লামেণ্ট, শাসনতন্ত্র, সংবাদপত্র ও জনতাকে স্ব স্ব রুচি অনুসারে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী, ইতালী তাদের চায়না। তাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সে তাদের চিরদিনের মত বিদায় দিয়াছে।

ইতালী এখন সবল, সুদৃঢ়, দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র চায়, যে শাসনতন্ত্র নির্ব্বিঘ্নে নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। এতকাল সংবাদপত্র সমূহ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে বন্ধ্যা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছে, বিশেষতঃ যে স্বাধীনতার ফলে দেশে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইতালী আর সেরূপ স্বাধীনতার জন্য লালায়িত নয়। পূর্ব্বে দেশে গবর্ণমেণ্ট ছিল বটে, কিন্তু শাসন করিবার শক্তি তার ছিল না। দেশে তখন যত প্রকারের রাজনৈতিক দল ছিল—মোদিলিয়ান, স্তুৎর্সো, কিয়েজা, ভেল্লা, ফ্রিমেশন, মিলিয়ো, কমুনিষ্ট, রিফর্মিষ্ট,—সরকারকে পর্য্যায়ক্রমে কিংবা একসঙ্গে তাদের সকলের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে হইত। অথচ কোন রাজনৈতিক দলই, এমন কি যে দলের হাতে শাসনভার ন্যস্ত থাকিত সে দলের লোকেরাও, সরকারকে নির্ব্বিঘ্নরূপে রাজ্যশাসনে সহায়তা করিত না। শাসনকার্য্যের সামান্য একটু খুঁত ধরিতে পারিলে সুতীব্র সমালোচনা দ্বারা সরকারকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত যে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য তখন বাধ্য হইয়া তাকে অন্যায় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অথবা এদের ভয়ে ভীত হইয়াই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময় ডেপুটী ত্রেভেসের উপদেশানুসারে যে সকল সৈন্য স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছিল; ডালমাটিয়ান-দিগকে ধৃত করিয়া রোমে আনিয়া গুলি করিয়া মারিয়াছিল;

কল কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; ধনীর প্রাসাদ দখল করিয়াছিল; পার্লামেণ্টের শান্তিকামী সভ্যদিগকে রিভলভারের গুলিতে আহত করিয়াছিল। যারা বুকে যুদ্ধের সম্মান চিহ্ন ধারণ করিত, যারা সৈনিকের পোষাক পরিত, যারা সরকারের অধীনে কাজ করিত তাহাদিগকে এবং আলবানিয়াতে প্রেরিত জাতীয় সেনাদলকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিহত করিয়াছিল। ইহাদের প্ররোচনায় পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট দেশময় যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া জাতিকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার অনুমতি দিয়াছিল। চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ স্বাধীনতার এইত পরিণাম ঘটিয়াছিল। ইহা কি প্রকৃত স্বাধীনতা না সমস্ত জাতিকে কয়েকজন অপরিণামদর্শী, দুঃসাহসী, বেপরোয়া লোকের ক্রীতদাস করিয়া রাখা মাত্র। মুসোলিনি আসিয়া এই সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। তিনি এমন আশ্চর্য্যভাবে সকল সমস্যার কিনারা করিয়া জাতিকে ধ্বংসের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে এই সকল রাজনৈতিক ব্যাধির পুনঃপ্রকাশের ঈষৎ আভাস পাওয়া মাত্র লক্ষ লক্ষ ইতালীয়ান তার অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

শাসনের প্রারম্ভে।

এ পর্য্যন্ত মুসোলিনির যতগুলি জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে তার একটীতেও আমি এই আশ্চর্য্য মানুষটীর মনস্তত্বের প্রকৃত বিশ্লেষণ দেখি নাই। প্রত্যেক লেখক তাকে এমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে পড়িয়া মনে হয় তার চরিত্রের মধ্যে কোন কোমলতা নাই, যেন তা নিতান্ত কঠোর, একেবারে অনমনীয়। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। নমনীয়তাই মুসোলিনির চরিত্রের প্রধান গুণ। তিনি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, কারণ রাষ্ট্র-শাসন তার নিকট কলার অন্তর্গত। এ বিষয়ে তিনি একজন প্রকৃত ইতালীয়ান, প্রকৃত রোমান। চরিত্রের এই সহজ নমনীয়তার গুণেই তিনি নিজের মনকে তরুণ রাখিতে পারিয়াছেন। কোন দুই দিনের ঘটনা যেমন এক নয়, কোন দুই দিনের মুসোলিনিও সেইরূপ এক নন। প্রতিদিন প্রাতে তিনি নবজন্ম গ্রহণ করেন। সাধকের ন্যায় একনিষ্ঠ মনে তিনি তার আর্টের আরাধনা করেন। তিনি জানেন আরাধনাতেই মানুষের শক্তি, মানুষের যোগ্যতা বর্দ্ধিত হয়। মুসোলিনি যে একজন প্রকৃত ইতালীয়ান, যে প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কাজ করেন তার চেয়ে যে কাজ তিনি করেন তাতেই তা সমধিক স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি নিজে অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়; আর্ট তাকে ব্যক্ত ও সচলা করে।

মুসোলিনি এক জন আর্টিষ্ট। ১৯১৪ সালে যখন তার মতের পরিবর্ত্তন ঘটে তখনই প্রকৃতপক্ষে নূতন মুসোলিনির জন্ম হয়। দামাস্কাসের পথে শূন্যে খৃষ্টের ছায়ামূর্ত্তি দেখিবার আগে পল যেমন সেণ্ট পল হইতে পারেন নাই মুসোলিনিও সেইরূপ ইতিপূর্ব্বে বেনিতো মুসোলিনি ছিলেন না। তখন তিনি দশজনের একজন ছিলেন মাত্র।

কিন্তু চিন্তাধারায় এই পরিবর্ত্তন আসিবার পরেই তার জীবনে বিরাট আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়। যে মুহূর্ত্তে তিনি সোস্যালিজম পরিত্যাগ করেন এবং নিজেকে পরমতানুবর্ত্তিতা হইতে মুক্ত করিয়া অকুণ্ঠচিত্তে স্বীয় মত প্রচারে ব্রতী হন, সেই মুহূর্ত্তেই নূতন মুসোলিনি জন্ম লাভ করেন।

মুসোলিনি যখন টেবিলে বসিয়া শাসনসংক্রান্ত কাজ করেন তখন তাকে দেখিলে কখনো বা কোন কর্ণধারের কখনো বা কোন কাজেনিযুক্ত কারিগরের ছবি মনে উদিত হয়। কারিগর যেমন নিজের কর্ম্মশালায় বসিয়া অভিনিবিষ্টনেত্রে হাঁপরের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীমধ্যস্থ লোহার পর্য্যায়-ক্রমে উত্তাপরাগ ও বিবর্ণতা পর্য্যবেক্ষণ করে এবং সময় বুঝিয়া ইহাকে তুলিয়া পিটায়, প্রসারিত করে এবং উদ্দেশ্যানুযায়ী আকৃতি দেয়, মুসোলিনি সেইরূপ নিজের চারিদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া শাসনযন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনবোধে ও সময় মত ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ইহার বিস্তর পরিবর্ত্তন সাধিত করেন। আমার মনে আছে তার

শাসনকালের প্রারম্ভে একদিন তিনি যখন আমার নিকট ইতালীকে সত্বর স্তুৎ´সোর প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বলিতেছিলেন তখন তাকে দেখিয়া উপরোক্ত উপমাই আমার মনে হইয়াছিল।

রোম দখলের দুই দিন পরে ভিমিনালে প্রাসাদে * (Palazzo Viminale) মুসোলিনি যখন মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হন, আমি যদি এখানে তখনকার একটী চিত্র পাঠকদিগকে উপহার দিই, আশা করি তা অপ্রীতিকর হইবে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উহা একটী স্মরণীয় দিন। আমি যখন ঐ তারিখে—২রা নভেম্বর ১৯২২—আমার ডায়েরীর পাতা খুলি তখন আরেকটী সুবৃহৎ খাতার কথা আমার মনে পড়ে। ঐ খাতায় আমি সেদিনের যত ঘটনা ও লোকের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। বস্তুতঃ সেদিনের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাখার জন্য আমার এই আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মুসোলিনির মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল। সেদিন আমি যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম তিনি আমাকে বলিলেন—

"কি হে, তোমার আরেকটা খাতা পূর্ণ করার জন্য এসেছ নাকি!" আমি বলিলাম—"না। প্রথমতঃ আমি আপনাকে আমার নিজের ও অন্যান্য শত শত লোকের আন্তরিক আনন্দ জানাতে এসেছি। তাছাড়া, যদি অনুমতি দেন তবে এই

---

* এই প্রাসাদে ইতালীর স্বরাষ্ট্র বিভাগ অবস্থিত।

নূতন কর্ত্তব্যের জন্য আপনি নিজেকে কিরূপভাবে প্রস্তুত কর্চ্ছেন তাও দেখার ইচ্ছা আছে বটে। সকলেই আপনার নিকট থেকে অনেক কিছু আশা করে।"

—"আমি আবার প্রস্তুত হব? আমি ত এরি মধ্যে নিজের কাজ সুরু করেছি। আমি রীতিমত শাসন আরম্ভ করেছি। কিরূপে শাসন করি দেখতে চাও,—আচ্ছা এখানে বস—"

এই বলিয়া তিনি প্রেসিডেণ্টের টেবিলের বিপরীত দিকে লালভেলভেটে মোড়া একটী সোফা দেখাইয়া ছিলেন।

শেষের কথা কয়টী তিনি এমন স্পষ্টরূপে প্রত্যেকটী অংশ পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিলেন যে শব্দগুলি আমার মনের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি গ্রীবা ফিরাইয়া সোফার পিঠের উপর দিয়া প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তার অঙ্গ চালনা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তিনি একটী বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেন। ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং পরক্ষণে সেক্রেটারী শশব্যস্তে ছুটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে এই লোকটী ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে মুসোলিনির সহচর ছিলেন। তিনি তাকে জনৈক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার জন্য টেলিফোন সংযোগের আদেশ দিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলিলাম কারণ নামে কিছু আসে যায় না। তবে এইটুক বলিতে পারি যে, যারা ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের দেহ ও প্রাণস্বরূপ

ছিল, যারা নেপলস্ কংগ্রেসের পর এক নিঃশব্দ ইঙ্গিতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ-বাহিনীকে রোমের অভিমুখে পরিচালিত করিয়া এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করিয়াছিল, তিনিও মুসোলিনির সেই বীর, সাহসী, বিশ্বস্ত, অগ্রণী অনুচরগণেরই একজন।

—"হ্যালো! আমি—মুসোলিনি, বে-নি-তো মু-সো-লি-নি। শুন, তুমি তাড়াতাড়ি একটা সেনানায়কের পদ চাও। ভাল,—কিন্তু এখন তুমি ঐ পদ পাবে না। বুঝেছ? এখন তুমি ঐ পদ পাবে না। এখন একটা ছোট কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। আসি তবে।"

তিনি আমার দিকে ফিরিয়া দূরে ও নিকটে ইতস্ততঃ গভীর প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন ভিতরকার এক মনোহর ছন্দের তালে তালে পরিচালিত হইতেছে। অবশেষে আমাকে বলিলেন

—"আগেকার মন্ত্রীদিগকে রাজ্য চালাতে হলে প্রথমে কত লোককে কত রকমের প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ত, কত অনুগ্রহ দেখাতে হ'ত, কত তোষামোদ করতে হ'ত। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে মাটী দিয়ে নিজের অনুরূপ করে মানুষ গড়েছিলেন, আগে মন্ত্রীদিগকেও সেইরূপ পদ পেয়েই অনুগ্রহ দেখিয়ে নিজের অনুরূপ লোক বানিয়ে নিতে হ'ত। কিন্তু তাদের ত আর দৈবশক্তি ছিল না..."

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া আমার নিকটে আসিলেন।

বাহ্যতঃ তিনি তখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বের সেই সংবাদপত্রসেবী, জন-প্রতিনিধি মুসোলিনিই ছিলেন,—যে মুসোলিনি রাস্তায় জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিতেন, যে মুসোলিনি ফ্যাসিষ্ট অভিযান চালিত করিয়াছিলেন। শুধু এখন আর তার পরিধানে পূর্ব্বের সেই কালো সার্ট আর বগলের নীচে ও জামার পকেটে সংবাদ-পত্র ও মানচিত্রের তাড়া ছিল না। কিন্তু পোশাক ঠিক আগেরই মত, শিথিল, পারিপাট্যহীন, নোংড়া। আজকাল তিনি বেশভূষায় যে মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন তা কিজি প্রাসাদস্থিত (Palazzo Chigi)* পররাষ্ট্রবিভাগেব রুচিবাগীশ কর্ম্মচারীদিগেরও বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সে সময় তার পোষাকে ভব্যতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি আমার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন এবং আস্তে আস্তে প্রত্যেকটী শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া আলাপ করিতে করিতে খাস কামরার দিকে নিয়া চলিলেন। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম আমি তাকে মস্তকোত্তলন করিতে দেখিলাম। তিনি গ্রীবা এমন বক্র করিলেন যে উন্নমিত মূর্দ্ধার পশ্চাদ্ভাগ প্রায় স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। আমি ইতিপূর্ব্বে তার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষে কোন দিন ক্লান্তি দেখি নাই। কিন্তু এখন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে কখনো তীক্ষ্ণ, কখনো বিবশ দূরবিহারী দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল জীবনের গৃহীতব্রতের গুরুভারের চেতনা কি তাকে

---

* এই প্রাসাদে ইতালীর পররাষ্ট্র বিভাগ অবস্থিত।

অভিভূত করিয়াছে ? তিনি যে দেশের জন্য কত করিয়াছেন সেই জ্ঞান তার দৃষ্টিতে ও সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট ছিল। এই লোকটীর নিয়তির সহিত ইতালীর ভাগ্য, মানুষের ভাগ্য, ইতিহাসের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ নিগূঢ় রূপে সংশ্লিষ্ট এই প্রথম আমি তা উপলব্ধি করিলাম। সমস্ত জাতি আজ উদ্‌গ্রীব-নেত্রে তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সমস্ত জাতি আজ মনে করিতেছে ইনি অতীতের উচ্ছেদ সাধন ও ভবিষ্যৎকে গড়িবার যশোভাগ্য লইয়া ও এই বিপৎপূর্ণ কাজের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

তিনি আমাকে বলিলেন—"আমি এখানে আমার পূর্ব্ব গামীদের মত শুধু চলে যাবার জন্য আসিনি। আমার উদ্দেশ্য রাষ্ট্র স্থাপিত করা, দেশ শাসন করা। এবার আমি এসেছি। এখন থেকে প্রত্যেক ইতালীবাসীকে সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে চল্‌তে হবে। ইতিপূর্ব্বে কোন গবর্ণমেণ্টই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নাই। কিন্তু এখন থেকে তারা রীতিমত শাসিত হবে। লোকে আর বল্‌তে পারবে না যে অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হবার হেতু আছে। আমি অতি কঠিন কাজে হাত দিয়েছি সত্য, কিন্তু এ কাজ কারো পক্ষেই সহজ সাধ্য নয়। আমি নিজে কোন অলীক ধারণা পোষণ করি না; অন্যেরাও যেন আমার শাসন সম্বন্ধে কোন মিথ্যা ধারণা পোষণ না করে। একটা কথা মন দিয়ে শুন, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সদা সর্ব্বদা শাসন মেনে চলা আবশ্যক, কিন্তু এতদিন লোকে তা

মানেনি। যেদিন আমরা ইতালীতে শাসনক্ষম শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারব সেইদিন তার সকল দুর্দ্দশার, সকল দুর্গতির— যা এখন লোকে অন্য কারণের ফল মনে করে,— অবসান হবে। এই দুঃখ দুর্দ্দশার হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করাই আমার লক্ষ্য। আমার বন্ধুদের কথা, শত্রুদের ভয়, এমন কি আমার নিজের দুর্ব্বলতা ও কখনো আমাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না। দেখবে—”

আজ পাঁচ বৎসর পরেও এই তেজোগর্ভ, সারল্যপূর্ণ শব্দ-গুলি আমার মনের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন জলদ-গম্ভীর স্বরে তিনি কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে শ্রবণকালে আমার মনে হইতেছিল যেন তিনি কোন সুমহান দেবস্তুতির অতি পবিত্র শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিতেছেন। সেই উদাত্ত ধ্বনি শুনিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম—

তুমিই স্বদেশের সেই মুক্তিদাতা পুরুষ যার জন্য আমরা এতকাল বসিয়াছিলাম। যুদ্ধের পূর্ব্বে সকল প্রকার কপট অঙ্গীকারে প্রতারিত হইয়া আমরা তোমাকেই খুঁজিয়াছিলাম, তোমারই প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, প্রাণেমনে আমাদের মধ্যে তোমার আবির্ভাব কামনা করিয়াছিলাম। তুমি আসিয়াছ, তোমাকে চিনি, তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমাদিগকে আদেশ দাও, শাসন কর, পরিচালিত কর। তোমার নিজের কোন ক্ষুদ্রতা নাই, অহঙ্কার নাই, কৃত্রিমতা নাই। তুমি

ইতালীর জাতীয় স্বপ্নের, তার শত শত বর্ষের আহত, নির্ব্বাক আত্ম-গৌরবের জীবন্ত বিষাদমূর্ত্তি। তোমাকে চিনি!—

আমি যে মন্ত্রীর কক্ষে বসিয়াছিলাম সে কথা ভুলিয়া গেলাম। আমি শুধু অনুভব করিতে লাগিলাম আজ আমি ইতালীর সেই যুগমানবের পার্শ্বে বসিয়া আছি যিনি স্বদেশের দুরূহ, অপরের অসাধ্য, রাজনৈতিক সমস্যার কিনারা করিয়া এ যুগের নৈতিক সমস্যার মীমাংসা সাধন করিয়াছেন। আমি শুধু অনুভব করিতে লাগিলাম তার মহদন্তঃকরণ কিরূপ সর্ব্বপ্রকার পক্ষ-পাতশূন্য, সংস্কার-বিমুক্ত, অপরের মতামতের প্রতি উদাসীন। তার নবগঠনশালিনী শক্তি কিরূপ বিপুল, সঙ্কল্প কিরূপ সুদৃঢ়, জীবন কত তেজোময়, দৃষ্টি কত গভীর, মন কত কর্ম্মব্যগ্র। আমি শুধু অনুভব করিতে লাগিলাম নূতন মানুষের আনন্দের জন্য আজ এক নূতন সত্যের কত বেশী প্রয়োজন।

একটি বিখ্যাত বক্তৃতা।

১৯২৪ সালের ৭ই জুন শনিবার মুসোলিনি যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়াছিলেন তা সর্ব্বসাধারণের উপর এমন অসামান্য সুস্পষ্ট নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তা লক্ষ্য করিয়া সেদিন তিনি মনে মনে বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। যে পার্লামেণ্ট এতকাল ঝগড়া বিবাদ করিয়া মরিতেছিল, মাত্র বৎসর দেড়েকের কঠোর, কুটিলতাহীন, নানাভাবীফলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র-শাসনের পরেই যে তিনি এক বক্তৃতাদ্বারা সেই পার্লামেণ্টের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের আন্তরিক সহযোগিতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন চরমপন্থী ও ডিমোক্র্যাটদিগকে স্বদলভুক্ত করিয়া মুসোলিনি এই ঐক্য স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা হইলে তিনি ভুল বুঝিবেন। কারো ব্যক্তিগত মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। প্রত্যেকের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সকলের মধ্যে একটী নূতন সহযোগনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মাত্র। এমন আনন্দ মুসোলিনি আগে আর কখনো অনুভব করেন নাই। তিনি নিজেও ইহা গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। বিশেষতঃ এপ্রিল মাসের নির্ব্বাচনে ফ্যাসিষ্টদিগের কাছে প্রতিপক্ষগণ পরাজিত হওয়ায় তাদের মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তা সত্ত্বেও তিনি যে এই বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছিলেন

ইহা তার পক্ষে সমধিক আনন্দের কারণ হইয়াছিল। এই বক্তৃতার ভাষা প্রাঞ্জল, সহজ, অনাড়ম্বর। যে ভাষায় লোকে পরিবারের ভিতর আলাপ করে সেই ভাষায় তিনি এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। হৃদয়ের যে উদারতা ও প্রশস্ততা গ্রামের সরল-প্রকৃতির লোকের জীবনে দেখা যায়, এই বক্তৃতা হৃদয়ের সেইরূপ উদারতায় পূর্ণ ছিল। খোলা প্রাণের অকৃত্রিম প্রীতি ও ইতালীর সর্ব্বসাধারণের সহিত অনুপম ভ্রাতৃত্ববোধ এই বক্তৃতাকে এক রমণীয় স্নিগ্ধতা দান করিয়াছিল। তিনি যে বিপ্লব সাধিত করিয়াছিলেন তা কারো অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কিন্তু এই বক্তৃতায় তিনি প্রত্যেককে নিজের নিজের স্বার্থ বলি দিয়া দেশহিতব্রতের এক অশ্রুতপূর্ব্ব প্রমাণ দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের মনের উপর এই বক্তৃতা এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে বক্তৃতাশেষে পার্লামেণ্টের হলে ও মন্ত্রণাকক্ষে চরমপন্থীদিগের মধ্যে যত জনের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সকলেই নিজেদের বিচলিত মনোভাবের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ উৎসাহ, এ উত্তেজনা বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গেই হ্রাস পায় নাই। পরদিন ৮ই জুন রবিবার সকাল বেলা যত লোক নির্ব্বাচন-আপিসে আসিয়াছিল তাদের সকলের মুখে সেই উত্তেজনার ভাব, অন্ততঃ তার স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সকলেই যেন ঘটনাগুলিকে নূতন চক্ষে দেখিতেছিল, সকলেই যেন একটী উজ্জ্বল নব ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিল। পরদিন আমি

নেপল্‌স্ যাত্রা করি। সেখানকার নৌ-সঙ্ঘ ১০ই জুন মঙ্গলবার "জাকোজা" (Giacosa) রঙ্গমঞ্চে বিগত যুদ্ধে মৃত নাবিক-দিগের ও প্রেমুদার (Premuda) বীরপুরুষদিগের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠানকল্পে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। ট্রেণে যাইতে যাইতে দেখিলাম যাত্রীদিগের মধ্যে সকলেই এই বক্তৃতার বিষয় আলোচনা করিতেছে। নেপল্‌স্‌এ পৌঁছিয়া দেখি সেখানেও তাই। সকলের মুখে সেই একই কথা। রাষ্ট্রনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলেই নিজেদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সহিত বক্তৃতার বিষয় আলোচনা করিতে ব্যস্ত। দেখিলাম রোমের চেয়ে এখানেও লোকের মনে সহানু-ভূতি কিঞ্চিন্মাত্র কম নয়।

সে রাত্রেই আমি রোমে ফিরিয়া আসি। পরদিন ১১ই জুন বুধবার পুনরায় জনতাপূর্ণ পার্লামেণ্ট-গৃহে গিয়া দেখি তখনো সেখানে ৭ই তারিখের সেই বক্তৃতার সম্বন্ধেই আলাপ চলিতেছে।

সেদিন পার্লামেণ্টে একটী মজার ঘটনা ঘটে। মুসোলিনি নিজের আসনে বসিয়া এই অসামান্য সাফল্য-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। মনোভাব লুক্কায়িত করিবার কোন চেষ্টাই তার মধ্যে ছিলনা। কিন্তু তিনি পার্লামেণ্টের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র কয়েকজন সভ্য তাকে গোপনে একটা রসিকতার চক্রান্তের কথা জানান। পার্লামেণ্টে যে দুইজন লোক শান্তি-রক্ষকের কাজ করেন তাদের একজন এই রহস্য উদ্ভাবন করিয়া-ছিলেন। মুসোলিনি ঈষৎ হাসিয়া ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত

ইহাতে সম্মতি দেন, তাছাড়া সেদিন পার্লামেণ্টের প্রত্যেক প্রতিনিধি যাতে সম্পূর্ণ কালো পোষাক পরিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন, সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দেন। রসিকতাটা ছিল একটা মেয়েলি হাতে লেখা চিঠি নিয়া। চিঠিতে এক অজ্ঞাতা রূপসী প্রথমে প্রেম নিবেদন করিয়া শেষে একটী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুরোধটী এই, যিনি এই অজ্ঞাতা সুন্দরীর প্রেমাবদান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তিনি যেন ইহার সঙ্কেত স্বরূপ সভার কার্য্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ মুসোলিনির চেয়ারের নিকটে দণ্ডায়মান থাকেন। রসিকতাটা যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিল তা বলাই বাহুল্য। যে সকল প্রতিনিধি সাদা জামা পরিয়া আসিয়াছিলেন তাদের সতর্ক করার জন্য অজ্ঞাতা সুন্দরীর প্রেমানুবিদ্ধ শান্তিরক্ষক হলের ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন, একবার সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, একবার নীচে নামিতেছিলেন, এবং বারবার ছুটিয়া গিয়া মন্ত্রীদিগের আসনের সম্মুখে যতদূর সম্ভব মুসোলিনির গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। সে এক দৃশ্যই হইয়াছিল। মুসোলিনির মুখে পর্য্যন্ত হাসি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পোষাক সম্বন্ধে নূতন নিয়মের বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, সেইজন্য আমিও সাদা জামা পরিয়াই গিয়াছিলাম। ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র শান্তিরক্ষক আমার দিকে ছুটিয়া আসিয়া তার গম্ভীর ভৎসনা-বাক্য উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য কেহ গিয়া তার সেই

গোপন সঙ্কেত-স্থান দখল করিয়া দাঁড়ায় এই ভয়ে তার মুখে একটা অত্যন্ত উদ্বেগের চিহ্ন দেখিলাম। মুসোলিনি বালকের মত হাসিয়া উঠিলেন। এই হাসিতে তার মনের যত চাপা আনন্দ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে যে মাত্তেয়ত্তির হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে মুসোলিনি সে সংবাদ রাখিতেন না। সেদিন সন্ধ্যার অনেক পরে তিনি এই লোমহর্ষণ ঘটনার কথা জানিতে পারেন। যখন জানিলেন তখন তার মুখ হইতে এতক্ষণকার তৃপ্তির হাসি নিমেষে বিদায় নিল, সেখানে বিষাদের গভীর অন্ধকারের ছায়াপাত হইল। তখন হইতে তার দুশ্চিন্তার, অপবাদের, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার দিন আরম্ভ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন এই শোচনীয় হত্যাই প্রথম ও শেষ নয়। অরণ্যের তৃপ্তিহীন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত আরো অসংখ্য আততায়ী শোণিত-তৃষা মিটাইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ইতস্ততঃ গোপনে চলাফেরা করিতেছে। কিন্তু স্তুৎ´সোর অনুচরগণ, অতিভক্তি-পরায়ণ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টানগণ না জানিয়া, না শুনিয়া লোকের কাছে, বিবেকের কাছে, ভগবানের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ মুসোলিনির উপর অসদভিপ্রায় আরোপ করিয়া চারিদিক হইতে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্যে ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া, তার মনের ভিতর লুক্কায়িত নানা সংখ্যাতীত পাপ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া এবং নিরীহ অজ্ঞ জনসাধারণের

মনে সে সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইয়া নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল এবং লোকের নিকট হইতে বাহবা পাইতে লাগিল। বাস্তবিক এমন এক সময় গিয়াছে যখন ইতালী-বাসীদিগের একাংশ কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার এরূপ অপব্যবহার ঘটিলে আবার সেই ক্ষিপ্ত জন-নায়কের ও স্থিতিহীন শাসনতন্ত্রের দিন ফিরিয়া আসিবে!

———

দুর্দিনে।

মুসোলিনির সারল্য ও শক্তি সম্বন্ধে আমার মনে কোন দিন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। তা বিশ্বাস করার জন্য আমি কোন দিন প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করি নাই। কিন্তু ১৯২৪ সালের জুন মাসে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আশ্চর্য্যরূপে নিজের সততার প্রমাণ দিয়াছেন। মাতেয়ত্তির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর কিছুদিন আমি প্রায়ই কিজি প্রাসাদে যাতায়ত করিতাম। সে সময় অন্য অনেকের ন্যায় আমারও মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে হয়ত মুসোলিনির ৭ই তারিখের সাফল্যের সহিত ১০ই তারিখের এই দুর্ঘটনার কোন যোগ আছে। সে দিনের সেই বক্তৃতা দ্বারা যে তিনি প্রতিপক্ষদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন তা সে সময় আমার ন্যায় যে কেউ তাদের মুখভাব লক্ষ্য করিলেই বিস্বাস করিত। এইরূপ একদিন আমি চলিতে চলিতে কিজি প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মুসোলিনি নিজের টেবিলে বসিয়াছিলেন। তাকে কৃশ ও ম্লান দেখাইতেছিল। কিন্তু তার ললাটে দৃঢ়বিজয়-সঙ্কল্প সূচক একটী গভীর রেখা অঙ্কিত ছিল। তিনি টেবিলের উপর স্থাপিত স্তূপীকৃত সংবাদপত্র সমূহ পাঠ করিতেছিলেন। তার নিকটে যাইবার জন্য আমি কিজি প্রাসাদের পরিচ্ছন্ন চক্‌চকে সিঁড়িগুলি ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। কিন্তু

উপপ্রকোষ্টে ও পরবর্ত্তী কক্ষগুলিতে কোথাও কোন জনমানব দেখিলাম না। চারিদিক নিস্তব্ধ নির্জ্জন। সকল জিনিষের উপর কেমন যেন এক বিষণ্ণ প্রতীক্ষার ভাব। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। টেবিলের নিকটে গেলাম। তিনি কনুই না তুলিয়া সংযত-আবেগে নিশ্চলভাবে পাঠ করিতেছিলেন। শুধু তার মস্তক একবার সংবাদপত্রের স্তম্ভের শীর্ষে উঠিতেছিল, একবার নীচে নামিতেছিল। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি চক্ষু তুলিয়া আমার উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্যেও তার সেই সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির তেজ কমে নাই। সে দৃষ্টিতে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের কিংবা দুর্ব্বলতার আভাস মাত্র ছিল না। বরং তা দেখিয়া মনে হইতেছিল, অকস্মাৎ তার সম্মুখে এই যে বিরাট খাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তিনি যেন ইহার গভীরতা ও আয়তনের পরিমাপ গ্রহণ করিয়া, ইহা পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। হায়! যে লোক শুধু বিজয় লাভে অভ্যস্ত, যিনি মাত্র কয়দিন পূর্ব্বেও নিজের শব্দবলে শত্রুর মন জয় করিয়াছিলেন, দেশমাতৃকার সেই একনিষ্ঠ সেবকের মন এই দুর্ঘটনায় যে দাগা পাইয়াছিল, কে কবে তার মূল্য দিতে পারিবে? তার জীবনের কতখানি পরিশ্রম যে ইহাতে পণ্ড হইয়া গিয়াছিল, কে কিরূপে তার পরিমাণ করিতে পারিবে? ১৯২৪ সালের সেই দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে মুসোলিনির দেহ ও মনের যে কতখানি শক্তি কমিয়া গিয়াছিল এবং তাতে ইতালীকে যে

কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে কে তা নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে? তিনি স্থিরনেত্রে অনেকক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করিলেন। পরে বলিলেন—

—"কি হে, আজ কাল যে তোমাকে এখানে বড় একটা দেখিনে, বিশেষ করে ঠিক সেইদিন থেকেই, কারণ কি?

—"এইত দেখুন আমি এসেছি। কালকের চেয়ে আজকের দিনটা আরো বেশী দুঃখের। আমাকেও সন্দেহ করেন এ আপনার পক্ষে অন্যায়।"

—"আমি কিছুতেই আমার পদ ত্যাগ করে যাব না, নিশ্চয় জেনো। দেখছ কেমন করে দিন দিন আমার বন্ধুরা আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে? কিন্তু আমি এখান থেকে নড়ছিনে। তারা যদি মনে করে থাকে যে আমার পায়ের উপর একটা মৃতদেহ ফেলে দিলেই আমি শাসনতন্ত্র ছেড়ে চলে যাব, তা হ'লে তারা ভুল বুঝেছে। আজ আমি আরো বেশী করে আমার পক্ষে এখানে থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। আজ থেকে ইতালীর অদৃষ্ট আর আমার অদৃষ্ট এক।"

—"আপনার মুখ থেকেই এমন কথা শুনার ইচ্ছা ছিল। আপনি সরে গেলে ইতালীর আর রক্ষা নেই। আপনি থাকলে তার মুক্তি নিশ্চিত। আজ আপনার পরীক্ষার দিন এসেছে, নবীন ইতালীর নূতন সাধনার চরম পরীক্ষার দিন এসেছে। যারা পিতৃভূমিকে ভালবাসে আজ আপনার উপর তাদের যত

বিশ্বাস এমন আগে আর কখনো ছিল না। তারা আজ আপনার ভিতর দৃঢ়তা চায়।"

কর্ম্মী, উদ্যোগী, সৃজন-প্রয়াসী লোকের চরিত্রে অবস্থানুসারে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিবার যে শক্তি থাকা আবশ্যক, এই সঙ্কটের দিনে মুসোলিনি তার সেই অসামান্য শক্তির ব্যবহারে বিরত ছিলেন না। তিনি আমার নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। শুনিয়া মনে হইল যেন কোন সুনিপুণ চিকিৎসক লক্ষণ দেখিয়া রোগীর রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। আলাপে আলাপে ক্রমে তার মনের গুরুভার কমিয়া গেল। পূর্ব্বের সেই অমায়িক প্রফুল্ল রাজনৈতিক নেতা আত্ম-প্রকাশ করিল। এই কয়দিনের মানসিক দুশ্চিন্তা যে তার শরীরের অনেকখানি ক্ষতি করিয়াছিল তা আমি পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলাম। মুসোলিনির মন অতি আশ্চর্য্য সত্য, কিন্তু মানুষের শরীর স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। তথাপি ১৯২৪ সালের জুন মাসের সেইদিন বেনিতো মুসোলিনি নিজের শারীরীক অসুস্থতা অবহেলা করিয়াও আমার সঙ্গে ঘটনার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতি ধীর, অতি শান্ত, নিরপেক্ষভাবে সে আলোচনা চলিতে লাগিল। তার মতামতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও ছিলনা। একজন স্বার্থসম্পর্কশূন্য তৃতীয় ব্যক্তি যেরূপ ভাবে আলোচনা করিত তিনি সেইরূপ ভাবে নিজেকে সমস্ত ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ইহাদের

ভাবী পরিণাম ও গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন একটী অশ্রুতপূর্ব্ব, শোকাবহ, বিপজ্জনক ঘটনা সম্বন্ধে তাকে নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করিতে দেখিয়া আমার মন বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ সে দিন তার আলোচনা শুনিয়া ইতালীর অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, বহুবৎসরের গভীর ও নীরব অধ্যয়নদ্বারাও তা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। যারা জননায়ক , যারা যুগ-পরিচালক, রাজনীতিক্ষেত্রে যারা নূতন জিনিষের স্রষ্টা, তাদের চরিত্র কিরূপ বিস্ময়কর সে দিনের মুসোলিনিকে দেখিয়া আমি তা জানিতে পারিয়াছিলাম। ১৯২৫ সালের ৩রা জানুয়ারীর বক্তৃতার পর হইতে মুসোলিনি যে নূতন প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন আজ তা সারা পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে। কিন্তু জুনমাসের তীব্র যন্ত্রণাপ্রদ দিনগুলিতেই ইহার জন্ম হয়। সত্যি বলিতে কি, সে সময় কতকগুলি অদূরদশী নীচমনা লোকের নিদারুণ দুর্ব্ব্যবহারই তাকে এই নূতন নীতি অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছিল।

কিন্তু সেদিন তার শত্রুদের সম্বন্ধে তিনি একটী কথা বলেন নাই। তার বিশ্বাসঘাতক কপট বন্ধুদের সম্বন্ধে মুখ হইতে একটী অপ্রিয় উক্তি বাহির করেন নাই। তার মনে বিদ্বেষ কিংবা বিরাগের লেশ মাত্র ছিল না। বিশেষতঃ এই ঘৃণ্য অপরাধের পিছনে যে কারো কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ লুক্কায়িত ছিল তা জানিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন

নাই। মুসোলিনি কিছুতেই বিচলিত হন না, অতি অসুখকর ঘটনাতেও না। যে তার অনিষ্ট কামনা করে, তিনি মন হইতে তার স্মৃতি মুছিয়া ফেলেন। তিনি জানেন অধিকাংশ লোকের মনেই, এমন কি বিশ্বস্ত লোকদিগের মধ্যেও আদর্শের অন্তরালে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। তিনি প্রকৃত কর্ম্মী, আর প্রকৃত কর্ম্মীর মতই মনে করেন, যাদের দেখিয়া আদর্শের জন্য আত্মনিবেদিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাদের চরিত্রে অপ্রীতিকর নীতিভ্রংশ আবিষ্কার করিয়া ভগ্নোদ্যম হওয়া কোন কাজের কথা নয়। শান্তির সময় আত্মসুখান্বেষী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। অনেকেই তখন প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও পদগৌরব বৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলে তখন সমাজে নানা অন্যায় ও অবিচার সাধিত হয়। তা সংশোধিত করিয়া ন্যায় রক্ষা করা সুসাধ্য কাজ নয়। মানুষের চরিত্র ক্রটীপূর্ণ। কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করা বৃথা। এই সদোষ মানুষকেই আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

সংবাদপত্রের কুপ্রভাবে সর্ব্বসাধারণের মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সুযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, প্রতিপক্ষগণ কিরূপ দ্রুত ও কত সহজে মুসোলিনিকে সকল বিষয়ে সুদৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিবার জন্য নিজেদের পুনরায় দলবদ্ধ করিতেছিল, ইহাই ছিল সেদিন তার প্রধান বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তিনি শুধু উপস্থিত মুহূর্ত্ত নিয়াই আলোচনা করেন নাই। তার আলোচনার মধ্যে ঐতিহাসিকের দূরদৃষ্টি

ছিল। যে কর্ম্মস্রোত তার নেতৃত্বাধীনে এতদিন সহজ সরল গতিতে চলিতেছিল, সহসা এই দুর্ঘটনায় তা যে বিপজ্জনক বক্রতা লাভ করিল, তার ফলে কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, ভবিষ্য-বংশধরের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি তার চর্চ্চা করিতেছিলেন। পার্লামেণ্টে ৭ই জুনের বক্তৃতার পরে বিপক্ষীয় লোকদিগের মুখে যে সহৃদয়তার আভাস দেখিয়াছিলাম, মুখের কথায়ও তারা সেদিন যে মিত্রভাবের পরিচয় দিয়াছিল, আজ বুঝিতে পারিলাম যে তার মধ্যে কোন অকৃত্রিমতা ছিল না। নতুবা এক নিমেষে তারা মুসোলিনির সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা পরিবর্ত্তন করিয়া, তাকে এই দুষ্কৃতির সহাপরাধী মনে করিয়া, তল্পী-তল্পা নিয়া শত্রুর দলে যোগ দিত না। তার আগে, মুসোলিনির মত বিচক্ষণ লোকের পক্ষে অকালে এমন একটা উদ্দেশ্যহানিকর গুরুতর অপরাধ করিয়া সকল সাফল্য পণ্ড করা যে কতদূর সম্ভব সে কথা তারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিত।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে একবার যে জলদগম্ভীর ধ্বনি শুনিয়াছিলাম সেদিন তার বক্তব্যের উপসংহারে পুনরায় সেই ধ্বনি শুনিলাম। তিনি বলিলেন—

—তারা আমাকে গবর্ণমেণ্ট থেকে পৃথক করে দেখতে চায়। তা হচ্ছে না। তারা একটা ফিকিরের সাহায্যে আমাকে লোকের কাছে হীন প্রতিপন্ন করে এখান থেকে সরাতে চায়। আপাততঃ তারা আমার নামে কলঙ্ক রটাতে

সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের আমি পরাস্ত করব। আমিও যুদ্ধ জানি। তুমি কি মনে কর আমার আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে শাসনতন্ত্র এদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাব? কখনো না। ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে, শাসনতন্ত্রের সঙ্গে, রোম অভিযানের পর থেকে ইতালীর যে নূতন ইতিহাস সুরু হয়েছে তার সঙ্গে আমার বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। আমি এখান থেকে এক পা সরছিনে, শুধু আমার জন্য নয়, তাদেরও ভালর জন্য, কারণ আমি যদি এখান থেকে নেমে গিয়ে রাস্তায় জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ করি, তাহলে তারা একদিন ও টিকতে পারবে না। আমি ইতালীকে শাসন করতে এসেছি। শাসন করা আর প্রতিহিংসা নেওয়া এক কথা নয়। আমি এখানে ক্ষণস্থায়ী হবার জন্য আসিনি। ২৮ অক্টোবরের পর আমিই হত্যালোলুপ সৈন্যদিগকে নিরস্ত করে রেখেছিলাম, নয়ত সকল বিপ্লবের যে পরিণাম হয় এ বিপ্লবেরও তাই হ'ত। যে কলঙ্ক আজ আমার নামে রটেছে তার প্রবাহ রোধ করে আমি দেখাব যে আমার শাসনতন্ত্র বিনা রক্তপাতে জয়ী হ'তে জানে; আমি দেখাব যে আমার পার্টি ও শাসনতন্ত্র এক জিনিষ। ইতিহাসের খরস্রোতে আমি তৃণের মত ভেসে যেতে চাইনে, নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করাই আমার কাজ।—

সেই দৃঢ়তা, সেই দূরদৃষ্টি, সেই বিজিগীষা যা ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে দেখিয়াছিলাম। মুসোলিনির আত্ম-বিশ্বাস কোন-দিন বিচলিত হয় নাই, তার ব্যক্তিত্বের কোনদিন লাঘব হইবে

ইহা কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। বস্তুতঃ সে সময় তাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন তিনি এক নিগূঢ় অজেয় শক্তির বলে বলীয়ান। তখন অনেকেই তাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল। তার দ্বারে আর তোষামোদকারী লোকের ও কৃপা-ভিখারীর ভিড় ছিল না। "স্বাধীন" সংবাদপত্রসমূহ তার চরিত্র ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অনর্গল রাশি রাশি কুৎসা বমন করিতেছিল। কিন্তু তার বীরতুল্য পাণ্ডুর আননে তখন আদর্শের যে দ্যুতি বিকশিত ছিল তা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম তার পক্ষে বিজয়লাভ নিশ্চিত।

দান্তে ও মুসোলিনি।

প্রতিপক্ষগণ মুসোলিনিকে জব্দ করার জন্য যে খাদ কাটিয়াছিল, ১৯২৫ সালের প্রারম্ভে তিনি তা সগর্ব্বে ডিঙ্গাইয়া যান। তার লৌহকঠিন সঙ্কল্প জয়যুক্ত হয়। তাদের খনিত খাদে তিনি তাহাদিগকেই নিক্ষেপ করেন। উক্ত ঘটনার পর ফ্যাসিস্ট লেখকগণ বেগে লেখনী চালনা করিয়া সমস্ত দেশে এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন যে প্রতিপক্ষগণ যুক্তি-তর্কে পরাস্ত হইয়া, নিরুপায় অবস্থায়, অবশেষে দুর্ব্বলের অস্ত্র অপমান-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু যারা নিরীহ, পাড়াগেঁয়ে স্বভাবের লোক, যারা দুর্ণাম ও বিদ্রূপের ভয়ে ভীত, যে সকল সংবাদপত্রসেবী সংবাদপত্রের আতঙ্কে অস্থির, কেবল তাহাদিগকেই অপমান, বিদ্রূপ, পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা দমিত করিয়া রাখা যায়। এরা সাধু চরিত্রের লোক তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজেদের দুর্ব্বলতার জন্য পরশ্রীকাতর অপবাদকের দ্বারা চালিত হইতে এদের মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় না। কিন্তু মুসোলিনি সেরূপে দমিবার পাত্র নন।

আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই ঘটনাবহুল সময়ে মুসোলিনি তার সংবাদপত্রের একটী সংস্করণ রোমে প্রকাশিত করার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে

তখন আমাকে প্রায়ই তার নিকট যাতায়াত করিতে হইত। ইহার ফলে তখন তার ব্যক্তিত্বের কতকগুলি বৈশিষ্ঠ্য আমি নিকট হইতে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বস্তুতঃ মনন-শক্তির অনুশীলনের ফলে (will to will) তিনি যে কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত নিজেকে নিজের হাত হইতে মুক্ত করিতে শিখিয়াছেন, সে সময় আমি তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম। এখানে আমি তার এই আশ্চর্য্য শক্তির একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

১৯২৫ সালের ৩রা জানুয়ারী মুসোলিনির একটী বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। এই বক্তৃতাদ্বারাই তিনি সকল প্রকার ভাবী অন্তরায়ের সম্ভাবনা তিরোহিত করিয়া ইতালীয়ান রাষ্ট্রের এক নব যুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বক্তৃতা দিবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে, অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ট মহলে, এইরূপ একটী জনরব শুনা যায় যে এবার মুসো-লিনি বক্তৃতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর নিরালা জীবন যাপন করিতেছেন।

কথাটা শুনিয়া আমি কোন প্রতিবাদ করি নাই সত্য কিন্তু আমার মনের ভিতর ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কারণ আমি জানি মুসোলিনি একজন অক্লান্ত-কর্ম্মী রাজনৈতিক, তার বলিবার এত বিষয় আছে যে সেজন্য তাকে কোনদিন ভাবিতে চিন্তিতে হয় না। আমি তাকে কোনদিন

প্রস্তুত হইতে দেখি নাই, সেরূপ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না।

সে যাই হৌক ৩রা জানুয়ারী শনিবার বিকাল বেলা পার্লামেণ্টে তার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, দিয়াও ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বদিন শুক্রবার ২রা জানুয়ারী সকাল আটটায় সহসা ক্রমাগত টেলিফোনের ঘণ্টা শুনিয়া আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলাম। মুসোলিনি তার বাড়ী হইতে আমাকে জানাইলেন অশ্বারোহণে দৈনন্দিন প্রাতর্ভ্রমনে যাইবার কালে, একটী গুরুতর বিষয় আলাপ করিবার জন্য, তিনি আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করিতে চান।

গুরুতর বিষয় যে নিশ্চয়ই পরদিনের ঘটনা সম্পর্কিত কিছু হইবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। ৯টার সময় আমি কিজি প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রেসিডেণ্টও ক্রীড়াপোষাকে মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি প্রাতর্ভ্রমন শেষ করিয়া ফিরিতেছিলেন। তার মুখের প্রশান্ত সমাহিত ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তার মন এখন অন্য জিনিষের চিন্তায় নিবিষ্ট। আমরা একসঙ্গে উপরে উঠিলাম। তার আপিসে প্রবেশ করিলাম। "তোমাকে একটা মজার বিষয় বলব"—এই বলিয়া টেবিলের উপর স্তূপীকৃত সংবাদ পত্র সমুহের উপর হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া তিনি চেয়ারে বসিলেন।

আমি মুসোলিনির মুখের নানা প্রতিকৃতি দেখিয়াছি'

বিপ্লবের ফলে, মাসিক সংবাদ-পত্র সমূহের সাহায্যে, পার্লামেন্টের দুই গৃহে ও জনতার সম্মুখে একাধিকবার বক্তা স্বরূপে উপস্থিত হওয়ায়, তার মুখাকৃতি আজ সর্ব্বজনপরিচিত। চলচ্চিত্র এই মুখাকৃতিকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত করিয়াছে। কিন্তু মানুষের মনের ও শক্তির, মানুষের ইতিহাসের কোন নূতন সৌন্দর্য্যের মূল আবিষ্কার করিয়া তিনি যখন ইহার গুণ কীর্ত্তন করেন, যখন তিনি সত্যানুসন্ধানে রত থাকেন, তখন তার ভাবাবিষ্ট মুখমণ্ডল আমার মনের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে তেমন আর কিছুতেই করে না। তখনও তার মুখে সেইরূপ ভাবাবেশ বিদ্যমান ছিল। আমি সংবাদপত্রসংক্রান্ত কোন গুরুতর কাজের আশা করিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাকে দেখিয়া আমার ভ্রম ঘুচিল। তার মুখে গুরুত্বব্যঞ্জক কোন চিহ্নই ছিল না। বরং দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি যেন কি একটা গোপন বিষয় বলিবার জন্য ব্যস্ত। তার মুখে তখন যে সারল্য ব্যক্ত ছিল ছাত্র-জীবনের পর আমরা সেরূপ সারল্যের আর বড় একটা সাক্ষাৎ পাইনা।

—আচ্ছা বলত, দান্তে তার "ডিভাইন কমেডিতে" ইতালীয়ানদের সম্বন্ধে কোথাও দুটো ভাল কথা বলেছেন কি ?

দান্তে! প্রাতে ৯টায় কিজি প্রাসাদে মন্ত্রীর কক্ষে বসিয়া ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের নেতা, ইতালীর শাসনতন্ত্রের ভাগ্যবিধাতার পক্ষে আমার মত এমন একজন সামান্য সংবাদপত্রসেবী, অকেজো লোকের সঙ্গে ইতালীর শ্রেষ্ঠতম কবির সম্বন্ধে

আলোচনা ! আর তাও কিনা পরদিন ৩রা জানুয়ারী পার্লা-মেণ্টে বক্তৃতা দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ! এই বিষয় আলোচনা করার জন্যই কি তিনি আমাকে গুরুতর কথার দোহাই দিয়া এত সকালে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন ! দান্তে আলোচনা করার এই কি উপযুক্ত সময় ও স্থান ? তা ছাড়া আমি যে দান্তের একজন ভক্ত, তার কথা উঠিলে আমি যে একেবারে দেশ-কালবোধরহিত হইয়া যাই সে কথাই বা তিনি জানিলেন কি করিয়া ? বস্তুতঃ তার এই আচরণ আমার মনে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতে আমি কোন বিস্ময়-সূচক অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকিব, কেননা আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগ করা দূরে থাক্, তিনি আরো দৃঢ়তার সহিত বলি-লেন—

—তোমার মনে হয় না ? দান্তে ইতালীয়ানদের কোন প্রশংসা করেন নাই...

—না, না, কখনও না, কখনও না ; আপনি ঠিক বলেছেন। দান্তে শুধু ইতালীয়ানদের মন্দই বলে গেছেন,—এজন্য মাকিয়া-ভেলী তার একটী অধুনা-বিস্মৃত বক্তৃতায় দান্তেকে নিন্দা করে-ছেন,—শুধু নিন্দা করেছেন বল্লে ঠিক হয় না। তাকে অপরাধী করেছেন, এমন কি ধিক্কার পর্য্যন্ত দিয়াছেন।—"দান্তে তার পিতৃভূমি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। অন্য কিছু করিতে না পারিয়া তিনি শুধু পিতৃভূমির অপযশ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাকে সকল প্রকার দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন,

ইতালীর লোকদিগকে গালাগালি করিয়াছেন"। সত্যি, সত্যি, কিন্তু ইতালীর অধিবাসীদের নিন্দা করলেও পিতৃভূমির সুন্দর মৃণ্ময় মূর্ত্তির কথা কল্পনা করে তার মন অতি সুন্দর, অতি আবেগময় সঙ্গীতে ভরে উঠ্‌ত।—

এই বলিয়া আমি "Suso in Italia bella" হইতে "al dolce piano che da Marcabo`dichina" পর্য্যন্ত বিখ্যাত অংশটী আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। আমি পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনার কথা ভুলিয়া গেলাম। আমি এক নূতন কাব্যকল্প-লোকে বিচরণ করিতে লাগিলাম। মুসোলিনি বাহু প্রসারিত করিয়া, টেবিলের উপর আনমিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তার মুখমণ্ডল এক প্রগাঢ় চিন্তার প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দান্তে ব্যতীত আর কার চরিত্রের সঙ্গে মুসোলিনির চরিত্রের এমন ঘনিষ্ট মিল আছে?

—ঠিক। দান্তে প্রকৃত কথাই বলেছেন। বলত বাস্তবিক আমরা ইতালীর কোন জিনিষটাকে ভালবাসি? ইতালীর মাটী, ইতালীর জমি। তাই ইতালীর প্রতি বালুকণা আমাদের কাছে পবিত্র, আমাদের উৎসাহের বস্তু, আনন্দের ধন, দুঃখের কারণ। এর জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করি। মাটিকেই আমরা ভালবাসি। অবশ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হাতের কাজ, তাদের পায়ের পরশ একে আমাদের কাছে আরো সুন্দর, আরো প্রিয় করেছে। কিন্তু আমাদের যত রণরঙ্গ, যা কিছু প্রেমানুরাগ তা এই মাটীর জন্য। এই মাটীকে

রক্ষা করার জন্যই আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দেই—আমিত সব সময় তাই অনুভব করেছি। আমি স্বদেশের জন্য যা কিছু করি সে সমস্তই যে মাটীর উপর আমরা বেঁচে আছি তারই জন্য। মানুষ চলে যায়; যুগের পর যুগ আসে। কিন্তু এই মাটীর, এই পুরাতন মাটীর আর পরিবর্ত্তন নেই। যত দিন যায়, তা যত পুরাতন হয় ততই আমাদের নিকট আরো প্রিয়, আরো মূল্যবান হয়ে উঠে। মানুষের স্থান মানুষে দখল করে, মাটী চিরকাল এক। আমরা ইতালীকে যে ভাবে ভালবাসি দান্তে ঠিক সেই ভাবেই ভালবেসেছিলেন...

একমাত্র মুসোলিনি, যার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের তুলনা নাই, যিনি পিতৃভূমির প্রত্যেক মানুষের মন দান্তের অনুরূপ করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কে ইতালী ও তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্বন্ধে এমন ভাবে আলাপ করিতে পারিতেন? দান্তের পর আরো অনেকে স্বদেশের মাটীকে ভালবাসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তার মত অমন ভয়ঙ্কর ভাবে কে কবে ভালবাসিতে পারিয়াছেন? দান্তের কথা আলাপ করিতে করিতে তিনি নিজের জীবনের গৃহীত ব্রত সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন, ইহা উদ্‌যাপনের কল্পনা তাকে মাতাল করিয়া দিল। কিন্তু তার মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন:—

—জান? কিছু দিন যাবত আমি "ডিভাইন কমেডি" খানা সঙ্গে সঙ্গে রাখি। রোজ সকাল বেলা এক সর্গ করে পড়ি।

শেষ হলে আবার পড়ার ইচ্ছা আছে। না পড়ে কি করি বল। কেমন বই! জাতির সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম এর মধ্যে দেওয়া আছে। দান্তে ইতালীর নৈতিক আদর্শ স্থির করে গেছেন। জাতিকে তার আদর্শের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।...

যখন আমি মুসোলিনির সহিত এই "অতি দরকারী" আলাপ শেষ করিয়া বাহিরে আসিলাম তখন পরদিন যে তিনি বক্তৃতা দিবেন নিজেকে সে কথা বিশ্বাস করাইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। তিনি যে সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন তা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। দোষ আমার ছিলনা। এই ঘণ্টাধিককালব্যাপী কথোপকথনের ভিতর পরদিনের ঘটনার বিষয় তিনি একটী কথা বলেন নাই। নীচে নামিয়া আসিয়া এই আলাপের বিষয় চিন্তা করিতে আমার মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। আরো কত লোকের সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছি সে সব মনে পড়িল। ১৮৯৫ সালে ব্রাস্কি প্রাসাদে (palazzo Braschi) তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ফ্রান্সেস্কো ক্রিস্পির সঙ্গে স্পেদালিয়েরির (spedalieri) মনুমেণ্ট ও ক্যাথলিকদিগের গোঁড়ামি সম্পর্কে আলাপ করিয়াছি। কবি জানেল্লির (Zanelli) বাড়ীতে কার্দুসির (Carduci) কবিতা নিয়া আলাপ করিয়াছি। দান্নুন্জিয়োর (D'ann unzio) সঙ্গে পাস্কোলির (Pascoli) কাব্যের কুমারী-সুলভ পবিত্রতা নিয়া আলাপ করিয়াছি। পাস্কোলির সঙ্গে

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লেওপার্দ্দির (Leopardi) সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি। রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে মৃত্যু যখন তার অতি সন্নিকটে তখন এলিয়ানোরা দুজের (Eleanora Duse) সঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি। কিছুদিন পরে এই নিকটাগত মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্যই যখন তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি...কিন্তু মুসোলিনির সহিত সে দিন যে আলাপ হইয়াছিল সে আলাপে আমি অতীতের চিন্তাবীরের ও তার চিন্তার বর্ত্তমান প্রযোক্তার চরিত্রের মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব ঘনিষ্টতার আভাস পাইয়াছিলাম, আমার জীবনে তা অতুলনীয়, চিরস্মরণীয়। সে দিন আঁদ্রে মরোয়া (Andre Maurois) আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে তাকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় যখন মুসোলিনির নিকট যাইতেছিলাম তখন পথিমধ্যে আমি তাকে এই কথোপকথনের বিষয় বলিয়াছিলাম। তিনি এই বিষয়টী অবলম্বন করিয়া "ফিগারো'তে একটী অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত বৈদেশিক সংবাদপত্র কর্ত্তৃক তার এই প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

জ্যাকি কুগাণ ও মুসোলিনি।

একদিন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বালক আমাদের সংবাদপত্র-আপিসে পদার্পণ করেন। আমি জ্যাকি কুগানের কথা বলিতেছি। পিয়াৎসা মন্তেসিতোরিওতে (piazza Montecitorio) আমরা তার ভুবন-বিস্তৃত খ্যাতির যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য একটী সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করিয়াছিলাম। জ্যাকি একটী নিখুঁত ওয়াটারপ্রুফে দেহ ঢাকিয়া ও তদপেক্ষা আরো নিখুঁত দস্তানায় তার ছোট ছোট সুন্দর হস্তদ্বয় আবৃত করিয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। আমার উপর সম্পাদকীয় বিভাগের পক্ষ হইতে তাকে অভিনন্দিত করিবার ভার ন্যস্ত ছিল। সেই উপলক্ষে আমি যে একটী নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলাম অনেকেই হয়ত তার মর্ম্ম অবগত নন। সেই বক্তৃতায় আমি জ্যাকিকে বলিয়াছিলাম যে তার হাস্যোদ্দীপক, মর্ম্মস্পর্শী চিত্রাবলী দ্বারা তিনি ইতালীর প্রতি তরুণ তরুণীর মন জয় করিয়াছেন, আর, বয়োজ্যেষ্ঠরা বোধ হয় তরুণদের চেয়ে তাকে আরো বেশী ভালবাসে। আমি আরো বলিয়াছিলাম যে আমাদের দেশে সুন্দর বালককে, বিশেষতঃ কৃতী বালককে একটী সুন্দর চুম্বন দ্বারা হৃদ্যতা প্রকাশ করিবার প্রথা, কিন্তু তার মত এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে তার

খ্যাতির জন্যই আমরা এমন হৃদয়-তোষিণী অন্তরঙ্গ প্রণালীতে প্রীতিজ্ঞাপন করিতে অক্ষম। কি হৃদয়াবেগে আপ্লুত হইয়া আমি কথাগুলি বলিয়াছিলাম জ্যাকি তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনতিকাল পরে, ফটো তুলিবার জন্য বাহিরে গিয়া একটী চেয়ারে উপবেশন করিবামাত্র তিনি আমাকে তার ললাট-চুম্বের অনুমতি দিলেন। আমি অতীতের ও অনাগত কালের সমগ্র ইতালী-জাতির পক্ষ হইতে তার চারু ললাটে আমাদের প্রীতি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলাম। আমার সন্তানদিগকে ছাড়া, জীবনে আমি আর কাউকে এমন আন্তরিক চুম্বন দান করি নাই।

কোন লৌকিকতার ভাণ না করিয়া জ্যাকি অত্যল্পকাল মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দভাবে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমাদের কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন যে, মনে হইল আমাদের আপিসটী যেন তার কাছে কোন সিনেমা-প্রতিষ্ঠানেরই একটী অংশ মাত্র। আমাদের প্রিয় অতিথির আগমন স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য আমি তাকে একটী ষ্টাইলোগ্রাফ উপহার দিতে আনিয়াছিলাম। তিনি সেটী সাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং অবশেষে একটী চেয়ারে উপবেশন করিয়া পরিষ্কার, সুন্দর, গোলগোল অক্ষরে ফ্যাসিষ্টদিগের জয়গীতি "eja, eja, eja, alala" লিখিয়া এই আন্দোলনের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

কিন্তু জ্যাকির আমাদের সংবাদপত্রের আপিসে আসার আরেকটী গোপন উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মুসোলিনিকে ব্যক্তিগত

ভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। তার কালো কালো নিবিড় চক্ষুদ্বয় আমার উপর স্থাপিত করিয়া ও তার ক্ষুদ্র আননে একটি মনোজ্ঞ প্রগল্‌ভতার ভাব আনিয়া তিনি আমাকে স্পষ্টই বলিলেন—"আমি মুসোলিনিকে দেখতে চাই। আমি আপনাদের বিখ্যাত প্রেসিডেণ্টের সহিত পরিচিত হ'তে চাই!"

জ্যাকির মত এমন একজন বিখ্যাত লোককে সন্তুষ্ট করিতে, বিশেষতঃ তার সুন্দর মুখে সন্তোষের একটী সুকুমার হাস্য-রেখা স্ফুরিত করিতে কে না চেষ্টা করিবে? কিন্তু তার দৃষ্টিতে এমন একটী প্রতীতির ভাব বিদ্যমান ছিল যার অর্থ—তোমাদের মুসোলিনিও জ্যাকি কুগানের সহিত পরিচিত হইলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমাদেরও সকলেরই মনে মনে সেইরূপ ধারণা ছিল। আমি জ্যাকিকে ও তার পিতামাতাকে সঙ্গে করিয়া কিজি প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হইলাম।

সেদিন প্রেসিডেণ্টের উপপ্রকোষ্ঠ দর্শন-প্রার্থী জনতায় পরিপূর্ণ ছিল। রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনকে বাদ দিলে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন রাজ-পুরুষ, কোন শক্তি-শালী ব্যক্তিই মুসোলিনির ন্যায় এত অধিক সংখ্যক ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন নাই। মুসোলিনির নিকট লোকে যত সহজে নিজেদের আবেদন জানাইতে পারে, একমাত্র বিস্তৃত রুশ-সাম্রাজ্যের প্রথম ডুমার (Duma) গৌরবময় কালে সেইরূপ পারিত। এই মহীয়সী রাজ্ঞী ধনী ও গরীব, চাষী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকনির্ব্বিশেষে, শ্লাভ, জার্ম্মান, তুর্কী, মোগল,

চীনা, সকলের সঙ্গে সমভাবে ব্যবহার করিতেন ও তাদের বক্তব্য শুনিতেন। আমরা যে সময় সেখানে উপনীত হইলাম তখন যদি কেউ কাণ পাতিয়া প্রেসিডেণ্টের উপপ্রকোষ্ঠে জনতার কথোপকথন শুনিত তাহা হইলে শুনিতে পাইত কেউ বলিতেছে,—হাঁ, হাঁ; হিজ এক্সেলেন্সি মুসোলিনিকে এ কথা বললে ভাল হবে!—কেউ বলিতেছে—মুসোলিনিকে একথা জানান নিতান্ত আবশ্যক।—কেউ বলিতেছে—আ! যদি মুসোলিনি এ বিষয় জানতেন!—

গত পাঁচবৎসরের মধ্যে ইতালীতে এমন আলাপ আলোচনা অতি অল্পই হইয়াছে যাতে, গানের ধূয়ার মত, "যদি মুসোলিনি জানিতেন" এই উক্তি উচ্চারিত হয় নাই। যখনই লোকে কোথাও অপ্রীতিকর কিছু ঘটিতে দেখে, যখনই লোকে কোথাও কোন সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করে, তখনই তারা এইরূপ বলে। ধরুন একটী মোটর অত্যন্ত দ্রুতবেগে রাস্তা দিয়া ছুটিয়া গেল, কিম্বা সহরের উপকণ্ঠে কোন সড়কে ছোকরার দল দুষ্টামি করিয়া ল্যাম্প প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল,—বাল্লিলা ত আর বালক ছিলেন না, তিনি ত এক প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—কিম্বা কোন নগণ্য সহরের এক নির্জ্জন কোণে অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটী স্কুল খোলা হইল। আর কি কথা আছে? অমনি আবালবৃদ্ধবনিতা, পাদ্রী, নাগরিক, নাবিক, কেরাণী, চাষী, মজুর, মনিব ও চাকর সকলে সমস্বরে চীৎকার

করিয়া উঠিবে—যদি মুসোলিনি এ কথা জান্‌তেন!—আমি যদি মুসোলিনিকে এ বিষয় জানাতে পারতাম্ !—

একদিন গ্রীষ্মকালে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমি রোমের "লা পাসে (La pace) ও "ইল কোরাল্লো" (Il corallo) নামক স্থানের মধ্যে পায়চারি করিয়া কাটাইতেছিলাম। এক ত্রাস্তেভেরে (Trastevere) ছাড়া আমি রোমের এমন আর কোন জায়গা জানিনা যেখানে গেলে এই শাশ্বত নগরীর রোমীয় চরিত্রের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন অত্যন্ত গুমট ছিল, যেন শ্বাস রোধ হইয়া যাইবে। ইতর জন-সাধারণের জন্য এই বিরাট বস্তিতে অনেকগুলি গৃহের জানালা খোলা ছিল। একটী গৃহ হইতে বাহিরে আলোক আসিতে-ছিল, ভিতরে গণ্ডগোল শুনা যাইতেছিল। সেখানে কোন স্বামীস্ত্রীতে ঝগড়া চলিতেছিল। পুরুষটী ধমকাইয়া বলিল—

—পাজি হতচ্ছারা মেয়েমানুষ,...শেষটায় সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাবে বলছি।

স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া বলিল—কি করবে, নীচে ফেলে দেবে? দাওনা দেখি!

—তুমি কেমন মেয়ে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দেখাব কিন্তু... বুঝেছ কি বল্লাম? মুসোলিনিকে গিয়ে সব কথা বলে দেব!

—আমিও গিয়ে মুসোলিনিকে জানাব রোমে কেমনতর স্বামী আছে...যখন মুসোলিনি জানবেন ...

এইরূপে ইতালীবাসীগণ মুসোলিনিকে সকল বিষয়

জানাইবার, তাকে প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত করিবার, তার নিকট লোকের শাঠ্য, প্রতারণা, অসততা, এমন কি যে সকল উচ্চপদস্থ লোক তার নিকট যাতায়াত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে তাদের ভণ্ডামির কথা প্রকাশ করিয়া দিবার ব্যগ্রবাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। নিজেদের সকল অভিযোগ নেতার কানে না আনিতে পারিলে তারা যেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, কারণ তারা জানে একমাত্র মুসোলিনিই তাদের সকল অভিযোগের প্রতিকার করিতে সক্ষম। শুধু ইতালীবাসীরাই বা কেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় মুসোলিনির অনুরক্ত এমন অনেক লেখক লেখিকা ও সুপ্রতিষ্ঠ নরনারী আছেন, যারা তার সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা ও মিথ্যা রটনা শুনিয়া ও পাঠ করিয়া তীব্র মনোবেদনা অনুভব করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এইরূপ মিথ্যাউক্তি ও অসত্য সমালোচনা প্রচারিত না হইতে পারে সেজন্য তাকে এবিষয় না জানাইয়া থাকিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রতিপক্ষ-দিগের ভিতর অনেক ঝুনো সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ থাকা সত্বেও, রাষ্ট্রনীতির ভিতর দিয়া মুসোলিনি যে জগতের ও ইতালীর ইতিহাসে এক বিরাট নৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে তৎপর হইয়াছেন, তারা তা বুঝিতে ও দেখিতে চান না। এই মূল তথ্যটীকে উপেক্ষা করিলে তারা আমাদের এই যুগকে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও বিচার করিবেন কিরূপে?

মুসোলিনির সহিত পরিচিত হইবার জন্য জ্যাকি

কুগানের বিশেষ কোন রাজনৈতিক ও জরুরী উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ইতালীতে আসিয়াছিলেন, রোমে আসিয়াছিলেন, ইতালী ও রোমকে দেখিয়া তার ও তার সঙ্গীদের মনে হইয়াছিল যেন তারা তাহাদিগকে মুসোলিনির কথাই বলিতে চায়। দেশের জলবায়ু যে লোকের সম্বন্ধে বিদেশীর মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে, তিনি তাকে না দেখিয়া সে দেশ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। দর্শন-প্রার্থী লোকের ভিড় দেখিয়া মনে হইল পালা অনুসারে দেখা করিলে আজ আর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, অথচ এশিয়া-মাইনর হইতে বিতাড়িত গৃহহীন গ্রীকদিগের জন্য অর্থ লইয়া জ্যাকিকে অবিলম্বে এথেন্স যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া সোজা মুসোলিনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—

—"জ্যাকি এখানে, বিখ্যাত জ্যাকি কুগান। তাকে এখনি দেখা করার অনুমতি দিন, কারণ তাকে অবিলম্বে এথেন্স চলে যেতে হবে।"—

মুসোলিনি তখন একটী জটিল বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সেই চিন্তার আবেশ কাটিতে একটু সময় লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জ্যাকি, বিখ্যাত জ্যাকি ?...নিয়ে এস।"

আমি ছুটিয়া বাহিরে গেলাম এবং জ্যাকিকে তার বৃদ্ধ পিতামাতাসহ নিমেষকালমধ্যে ভিতরে মুসোলিনির সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলাম।

মুসোলিনির ভিতর কপটতা নাই সত্য, কিন্তু শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যকালে তাকে বাধ্য হইয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপর একটী কঠোরতার আবরণ জড়াইয়া লইতে হয়। জ্যাকির সম্মুখে তার আবরণহীন রূপ দেখিলাম, যে রূপ গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে স্বীয় পরিবারের ভিতর কেবল তার সন্তানগণের সম্মুখেই ফুটিয়া উঠে। জ্যাকি ও তার বাবামাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আত্ম-হারা হইয়া তাদের দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং তাদের আগমনে তিনি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছেন বারবার তাই বলিতে লাগিলেন। জ্যাকি মুসোলিনির চক্ষুর উপর স্বীয় চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া, যে লোকটীর সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়াছেন, যার ছবি এতবার দেখিয়াছেন, তাকে মনোযোগেব সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তার মুখে একটী দীপ্ত হাস্য-রেখা স্ফুরিত হইল। সে হাসির অর্থ—যেমনটী আশা করিয়াছিলাম তেমনটীই বটে!

ইহার পর যে দৃশ্য ঘটিল তা যে আর দ্বিতীয় বার ঘটিবে এমন মনে হয় না। কারণ বাহিরে উপপ্রকোষ্ঠে যখন সাম্রাজ্যের বহু উচ্চ-পদস্থ লোক গুরুতর বিষয় আলোচনা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীবচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং ভিতরে কি ঘটিতেছে তা দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে দুঃসাহসের সহিত দরজা ফাঁক করিয়া উঁকি দিতেছিলেন, জ্যাকি কুগান তখন একবার ফটো চাহিয়া, আরেকবার এটা ধরিয়া, পরমুহূর্ত্তে ওটা নাড়িয়া মুসোলিনিকে রীতিমত ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তুলিতেছিলেন। জ্যাকি একবার চেয়ারে উঠিতেছিলেন, একবার নামিতেছিলেন, একবার কক্ষের এই প্রান্তে, পরমুহূর্ত্তে অপর প্রান্তে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, আর ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা, ইতালীর হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, শত্রুপক্ষের সেই "সাংঘাতিক" মানুষটী নিতান্ত সমবয়সীর মত তার অনুসরণ করিতেছিলেন, এটা সেটা বুঝাইয়া দিতেছিলেন, কোন সুন্দর জিনিষ দেখাইবার জন্য একবার উপরে তুলিতেছিলেন, একবার নীচে নামাইতে ছিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া জ্যাকির পিতামাতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, আমিত একেবারে অবাক !—বস্তুতঃ তার কর্ম্ম-রেখায় এই যে আশ্চর্য্য ও দুর্ঘট চ্ছেদ পড়িল সেজন্য যে আমিই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তা চিন্তা করিয়া আমি মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু জ্যাকির অনুগমন করিয়া, তার কথা শুনিয়া, তার বিজ্ঞ ও উদার মনের পরিচয় পাইয়া তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল ! অবশেষে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন এবং একটি ফটো তুলিয়া লিখিলেন—"সকলের চেয়ে বড় ছোট মানুষটীকে, মুসোলিনি"—তারপর তা জ্যাকির হাতে দিলেন। জ্যাকি সেই মহার্ঘ উপহার গ্রহণ করিয়া কয়েক নিমেষ একবার ছবির দিকে এবং একবার মূল চেহারার দিকে চাহিয়া তুলনা করিলেন। অবশেষে ধীর প্রশান্ত স্বরে বলিলেন—সিঞ্চিয়র মুসোলিনি, আমিও আপনাকে আমার স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ দিব !

কয়েকটী ভ্রান্ত উক্তি।

মুসোলিনির সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত উক্তি প্রচলিত আছে। এমন কি যারা তাকে ভালরূপে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাদের মধ্যেও অনেকে এগুলি বিশ্বাস করেন। যেমন,—মুসোলিনি শুধু জনতাকেই চেনেন, ব্যক্তির মূল্য বুঝেন না; দূরের জিনিষের প্রতি তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কিন্তু কাছের জিনিষ তার নজরে পড়েনা; ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চে কোন সামাজিক শক্তি ক্রিয়া করিবে তা তিনি উপলব্ধি করিতে সক্ষম, কিন্তু তার পাশের লোকের অতি মারাত্মক দোষ-ত্রুটীগুলি তিনি ধরিতে পারেন না; রাষ্ট্র-সচিবের সকলপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার নিজের উপর গ্রহণ করিয়া তিনি নিজের শক্তিকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তার মনীষা আছে, কিন্তু তিনি হৃদয়-হীন; তার রাজনীতি-জ্ঞান অসাধারণ, কিন্তু সেই কারণেই ক্ষমতা অর্জ্জনের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাকে মনুষ্যোচিত কোমল বৃত্তি সকল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে; চতুর লোকের পক্ষে তাকে প্রতারিত করা, তার বিশ্বাসের অপব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ—ইত্যাদি।

এ প্রকার উক্তির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র সত্য নাই সে কথা বলাই বাহুল্য।

মুসোলিনি শাসনতন্ত্রের অনেক ভড়ং ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তার সম্বন্ধে একথা বলা চলে "আপনি করিয়া কাজ শিখান অপরে।" কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে হয় তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তা প্রমাণ করিতেছেন। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত রাজ্য শাসন করা ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু মুসোলিনি এই ধারণা চূর্ণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সকল জিনিষই যেরূপ শিক্ষা সাক্ষেপ, শাসনকার্য্যে দক্ষতা লাভও তদ্রূপ। কেউ কোন বিশেষ দক্ষতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে অনভিজাত সম্প্রদায়ের লোকও নিপুণতার সহিত রাষ্ট্রচালনা করিতে সক্ষম। রাষ্ট্র-সচিবের পদে দীর্ঘ-সূত্রী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন স্থির, ধীর, ক্ষিপ্রক্রিয়, বিচক্ষণ, কর্ম্মকুশল ব্যক্তির নিয়োগ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। মুসোলিনি এইরূপ একজন আদর্শ মন্ত্রী। রাজনীতি তার কাছে কোন কল্পনার জিনিষ নয়, বাস্তব পদার্থ। ইহা তার কাছে লোকের, এমন কি তার বন্ধুবান্ধবদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার কষ্টি-পাথর স্বরূপ। তিনি জানেন রাজনীতিক্ষেত্রে এমন লোকের প্রয়োজন যার মূল্য কোন অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট গুণাবলীর উপর নির্ভর করে না, যার শক্তি সর্ব্বদা বাস্তবের সংস্পর্শে আসিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, যিনি উপস্থিত কর্ত্তব্যের, একমাত্র উপস্থিত কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। মুসোলিনি তার ব্যক্তিত্বের বলে লোকের উপর প্রভুত্ব করেন সত্য কিন্তু কল্পনা-বিলাসী, ভাবুক,

ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষী লোক নিয়া কারবার করা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। মুসোলিনির আদেশ সকলকেই মানিয়া চলিতে হয় কিন্তু যারা তার শ্রেষ্ঠ অনুচর তারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এ কাজ করে এবং উচ্চাশা ও পদগৌরব-লালসা প্রত্যেক লোককে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনে সাহায্য করে। খৃষ্টানগণ পোপের যে ব্যাখ্যা দেন তা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া নিলেই মুসোলিনির চরিত্রের সুন্দর বর্ণনা করা হয়। মুসোলিনি অনুভব করেন পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া ইতালীতে তিনি মানুষের সেবকদিগের একজন সেবক মাত্র। (Servus servorum hominis.) সেবক শব্দের মধ্যে এখানে যে তাৎপর্য্যের আভাস পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ বিষয়-নিরপেক্ষ ও সকল প্রকার স্বার্থ-সংশ্রব-বর্জ্জিত। মুসোলিনির এইরূপ কঠোর ন্যায়-নিষ্ঠ শাসন ও দেশসেবার ফলেই ইতালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে।

আমি বলিতেছি, মুসোলিনি লোক-চরিত্র বুঝিবার যথেষ্ট শক্তি রাখেন। তিনি শুধু সমষ্টির নয়, ব্যষ্টিরও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম। তবে কোন কোন লোক হয়ত তার বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়াছে, এমন কি নিজেকে কৃতঘ্ন প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু সে জন্য মুসোলিনিকে অপরাধী করা চলে না, কারণ, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হইলেও ত আশানুরূপ ব্যবহার দ্বারা তারা তার বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিল। এখন যদি তারা স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকে, তাতে কি আসে যায়?

মুসোলিনি অযোগ্য ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার ক্ষোভে সকল কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া নেই! তিনি কাজ করিতেছেন, ঠেকিয়া শিখিতেছেন, আবশ্যকমত কার্য্য-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। সেই জন্যই যারা এমন ধারণা পোষণ করেন যে মুসোলিনি শুধু সমন্বয়ের কাজেই পটু, বিশ্লেষণের দক্ষতা তার নাই, তারা ভ্রান্ত। ফ্রান্সেস্কো ক্রিস্পির চরিত্রের ইহাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠগুণ ও মস্ত দোষ। এ বিষয়ে মুসোলিনি কাভুরের অনুরূপ। তিনি যে কাজ করেন তা বিশেষ ভাবে চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া করেন। তার কর্ম্ম-সৌধ পরস্পর সঙ্গতি-বিশিষ্ট, পরম্পরাগত, বহু স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত। আবশ্যক বোধ করিলে ও হিতকর মনে হইলে এই সকল বিষয়-পরম্পরা তিনি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত। উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তিনি কদাচ পরাঙ্মুখ নন; এই অতিরিক্ত উপস্থিত-প্রয়োজন-বোধের ফলেই তিনি ইতালী ও ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক রূপে এমন অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। নতুবা নেপোলিয়ান সুবৃহৎ জগতে যা করিয়াছিলেন, তিনি রাজনীতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর ক্ষুদ্র আকারে তারই পুনরাবৃত্তি করিতেন মাত্র। নেপোলিয়ান সমস্ত ইউ-রোপকে বিধ্বস্ত ও তার মানচিত্র পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তার দুরাশার সীমানা ছিল না। কর্ত্তব্য-বোধ, বিবেক, স্বদেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, তার মধ্যে এসব কিছুই ছিল না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-গৌরব বর্দ্ধন। বর্ত্তমান

কালের ইতিহাসে, বোধ হয় কোনকালের ইতিহাসেই স্বার্থ-পরতার এত বড় অমানুষিক দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মুসোলিনির পক্ষে নেপোলিয়ানের ন্যায় ইতালীর জাতীয় সেনাদল নিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সাধন কল্পে সমগ্র ইউরোপ মথিত করিয়া বেড়ান সম্ভব নয়। তিনি জানেন বিগত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে বহু নূতন ইম্‌পিরিয়্যালিজম্‌ ও নেপোলিয়ানিজমের জন্ম হইয়াছে— লেনিন, কামাল, মাজারিক, যুকোশ্লাভিয়া— তাছাড়া পুরাতনগুলি ত আছেই। কিন্তু তিনি ইতালী-জাতির ভিতর যে শক্তি ও যে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়াছেন, সংহত, সুশাসিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিলে, তা দ্বারাই ইতালীয়ান-গণ নিজেদের রাষ্ট্রের সীমানা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পূর্ণ জাতীয় মুক্তি লাভে সক্ষম হইবে।

মুসোলিনি একটী বিরাট কার্য্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তা সাধন করিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনো-ভাবাপন্ন ইতালীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন বৃহৎ ইতালী গঠন করিয়াছেন। তিনি জাতির নানা জীবন-বিনাশ-কারী পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক কলহ, —লেনিনের দল, স্তুৎ‍র্সোর দল, ফ্রিমেশনগণ—ইতালীকে বিধ্বস্ত করিতেছিল, তার জীবনী-শক্তিকে ক্ষয় করিতেছিল। তিনি সে কলহের অবসান করিয়াছেন; শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল তিনি তা দূর করিয়াছেন; দেশের রাজ-নৈতিক জীবনে যে যথেচ্ছাচার দেখা দিয়াছিল তিনি তার

মূলোৎপাটন করিয়াছেন। সমাজের সকল শ্রেণীর সকল প্রকার শ্রমশীল ব্যক্তির সুখ সুবিধার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুষ্ঠু রূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইত, কিন্তু মুসোলিনি তার "কার্ত্তা দেল লাভোরো" (Carta del Lavoro) সৃষ্টি করিয়া সে সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। ইহার ফলে ইতালী আজ একটী উৎপাদনশীল নাগরিকের রাষ্ট্রে (State of Producers)পরিণত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে সকল জাতি ইতিহাসে বাঁচিয়া থাকিতে কামনা করে, তাহাদিগকে মুসোলিনির নির্দ্ধারিত এই সুন্দর পথ অবলম্বন করিতে হইবে। মুসোলিনির "কার্ত্তা দেল লাভোরোর" বিনাশ নাই। বিগত দেড় শত বৎসরের মধ্যে যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছে, যে সকল প্রচেষ্টাকে রাজনীতিক্ষেত্রে সাহসের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাদের ভিতর যা কিছু স্থায়ী হওয়া সম্ভব, এতে তাই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কিন্তু এর মধ্যে নেপোলিয়ানের নীতির স্থান নাই। নেপোলিয়ান মহত্ত্বের যে আদর্শ খাড়া কারয়াছিলেন তা ছিল ব্যক্তিগত, তার মৃত্যুর পর ইহার বাঁচিয়া থাকিবার ও পৃথিবীর উপকারে লাগিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নেপোলিয়ানের মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরেই জগতে দুইটী নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে; একটী জনসাধারণের ভিতর আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের বৃদ্ধি, যে জ্ঞানকে তিনি পদদলিত করিয়া গিয়াছেন; দ্বিতীয়, সমাজের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ। স্বদেশ বলিতে নেপোলিয়ানের কিছু ছিল না। তার কাম্য ছিল

একটী সুবিশাল সম্ভবাতীত সাম্রাজ্য গঠন করা। কিন্তু মুসোলিনি আমাদের দেশভক্তি ও জাতীয়তার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। নেপোলিয়ান শুধু ভাঙ্গিয়াছিলেন, মুসোলিনি গড়িতে আসিয়াছেন। তিনি অতীতের ইতিহাসের ছিন্ন সূত্রগুলি পুনরায় গ্রহণ করিয়া, দান্তে, মাকিয়াভেল্লী, জোবের্ত্তি, কাভুর ও মাৎসিনি-প্রদর্শিত পথে আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশ-ধারাকে বৃহত্তর ও পূর্ণতর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় ইতালীর অবজ্ঞাতা,লাঞ্ছিতা মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তাকে পুনরায় সম্মানের আসন দান করাই তার লক্ষ্য। সুতরাং উভয়ের ভিতর কোন তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। মুসোলিনি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান, যা জীবনের উৎকর্ষ সাধন করে একমাত্র তাই তার কাছে মূল্যবান। নেপোলিয়ান ছিলেন একজন স্বার্থাকাঙ্ক্ষী সুযোগসেবী সৈনিক। মুসোলিনি আসিয়া ইতালীর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সুযোগসেবীদিগের যুগের অবসান করিয়াছেন। ফরাসী-বিপ্লব এই শ্রেণীর লোকের কাছে যে সকল সহজ উপায় আনিয়া দিয়াছিল, নেপোলিয়ান সে সকল উপায়ের অপব্যবহার করিয়া, যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা আপনার পীড়ন-লালসাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং মনে করিয়া-ছিলেন সকল প্রকার বিধি-নিষেধের সীমা-লঙ্ঘন করিয়া, দেশের ট্র্যাডিশন নষ্ট করিয়া, মানুষের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া এবং পরস্বাপহরণ করিয়া ফরাসী-বিপ্লবের “নূতন চিন্তাকে” কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। পক্ষান্তরে মুসোলিনির

চেষ্টায় যুদ্ধলিপ্ত জাতি সমূহের মধ্যে ইতালীই নিজেকে সর্ব্ব-প্রথম সমর-ঋণ হইতে মুক্ত করিবার অনুপম সম্মান লাভ করিয়াছে। মুসোলিনির নিকট কর্ত্তব্য শুধু কথার কথা নয়। তিনি কায়মনোবাক্যে তা পালন করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তিনি ইতালীর প্রতি নাগরিককে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও জাতীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। তিনি ইতালীতে এমন একটী বিশ্বস্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্বাবলম্বী নরনারী গঠিত রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন যার মূল্য সম্পূর্ণরূপে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে।

মুসোলিনির সামাজিক বিধান।

মুসোলিনি যে নীতি অনুসারে সমাজে শৃঙ্খলা আনিয়াছেন তা সিণ্ডিক্যালিজম্ নামক বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা হইতে গৃহীত। সিণ্ডিক্যালিজম্ প্রথমে বাস্তব-জগতের সহিত সম্পর্ক-রহিত তীক্ষ্ণ-মেধা-প্রসূত নিছক মতবাদ ছিল মাত্র। কিন্তু এই থিওরির সমর্থকগণ জগতের সম্মুখে নিরপেক্ষ, দায়িত্বহীন রাষ্ট্রের যে আদর্শ স্থাপিত করেন, তার ফলে অচিরেই ইহা একটী বিদ্রোহ-মূলক বস্তু-পরতন্ত্র দুর্ণিবার আন্দোলনে পরিণত হয়। সিণ্ডিক্যালিজম্ মানুষের একটী সুন্দর স্বপ্ন, একটী বিভ্রমপূর্ণ মায়া-মরীচিকা। এর সমর্থকগণ একটী কেন্দ্রহীন, ঐক্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এই কেন্দ্রীয় বন্ধনহীন সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকসংঘগঠিত কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্বহীন সামাজিক বিধানের বিষয় চিন্তা করিতে বেশ লাগে, কিন্তু বস্তুতঃ এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। ইহা চিরকাল স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। তথাপি বলিব এ আন্দোলন একেবারে বৃথা যায় নাই। অবশ্য সিণ্ডিক্যালিজম্ শ্রমিকদিগের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সুসঙ্গতভাবে সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু

শ্রমকে সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা দিয়া, উৎপাদন-ক্রিয়াকে (Production) প্রত্যেক মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্যে পরিণত করিয়া এবং সকল প্রকার শ্রমকে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আজ এক নূতন নীতির দ্বারা সমাজে সামঞ্জস্য স্থাপন করা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে জাতীয় কল্যাণ সাধনই শ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য।

"শ্রমপদ্ধতি" বা "কার্ত্তা দেল লাভোরো" (La carta del lavoro) মুসোলিনির নূতন সামাজিক বিধান। তিনি যে রাজনৈতিক সংস্কার, যে বিরাট বিপ্লব সাধিত করিয়াছেন তার মূল ইহার মধ্যে। ইহাতে সমষ্টির সকল মানুষের সকল প্রকার ন্যায্য দাবী দাওয়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মার্কসের নীতির ফলে ভয়প্রদর্শন দ্বারা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যে সকল দুর্নীতিমূলক প্রথার জন্ম হইয়াছিল, মুসোলিনি ইহা দ্বারা সে সকলের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। এক সময় এই সকল দুর্নীতিমূলক প্রথা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। লোকে মনে করিত এই সকল প্রথা মানুষের ন্যায্য অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ তখন লোকের মনে "মানুষের অধিকারের" ধারণা এমন বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব কিংবা শাসনকে তারা ইহার বিরোধী মনে করিত। ইহার ফলে, শিল্প ও অর্থ জগতের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে অবাধ স্বাধীনতার দাবীতে পরিণতি লাভ করিয়াছিল এবং উৎপাদিকা শক্তির

(Production) ক্ষতি করিয়া সকল প্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নষ্ট করিতেছিল।

জড়বাদের যুগে ইতিহাসকে যখন মানুষের আর্থিক সংগ্রামের ফলস্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইত, যখন দার্শনিকগণের মধ্যেও জীবন ও জগতের সমস্যাগুলিকে অর্থনীতির দিক হইতে বুঝাইবার বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা গিয়াছিল, তখনো আমরা কোন "কার্ত্তা দেল লাভোরো" পাই নাই। যদিও এই মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে অর্থনীতিমূলক ছিল, প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল রাজনীতির অন্তর্গত। তারপর আসিল সাম্যবাদের যুগ। তখন চারিদিক হইতে বিরাট চীৎকারধ্বনি উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন সুস্পষ্ট আইডিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই। সেই সাম্যবাদ এখন বলশেভিক নিগ্রহে চাপা পড়িয়াছে আর বলশেভিষ্টগণ বেকার প্রলেটারিয়াট (Proletariat) নামক এক পুতুলকে শকটে বসাইয়া পথে পথে আড়ম্বরের সহিত মৃত্যুনাচ নাচিয়া বেড়াইতেছে।

মুসোলিনি দেশের উৎপাদকদিগকে জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছেন; ব্যষ্টির শ্রমকে সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর শ্রমে পরিণত করিয়াছেন। যে সঞ্চয় শুধু আত্ম-সুখের জন্য তিনি তার নিন্দা করেন। ইহার ফলে দেশের ক্রিয়াশক্তি রাষ্ট্রের ক্রিয়াশীলতার প্রতীক হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্র ও ধন-বিজ্ঞান এক প্রকার আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করে। বর্ত্তমান সমাজবিধানের উচ্ছেদকামীগণ শ্রমিকদিগকে

ভয়াবহ মূর্ত্তিতে চিত্রিত করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। শ্রমিকগণ শ্রমিক বলিয়া কোনরূপ সম্মান পাইত না। কিন্তু নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া তারা যে কোন মুহূর্ত্তে রুদ্ধ কল কারখানার সম্মুখে, রাস্তায়, পুরোদ্যানে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে সমীহ করিয়া চলিত। অথচ এই সকল বিদ্রোহ-প্ররোচক নেতা শ্রমিকদিগকে উৎপাদক রূপে তাদের বিধিসঙ্গত অধিকার দিতে পারে নাই। কিন্তু মুসোলিনি তার "কার্ত্তা দেল লাভোরো" দ্বারা সকল সমস্যার এমন সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন যে শ্রমিকদিগকে এখন ভয়-নীতির আশ্রয় নিতে হয় না। তিনি তাহাদিগকে রাষ্ট্রের অধীনে রাখিয়া — এই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বকে সাম্যবাদীগণ অবশ্য স্বৈরতন্ত্র মনে করেন — উৎপাদকরূপে তাদের দাবী দাওয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সমাজের অপরাপর শ্রেণীর ন্যায় তাহাদিগকে সমানভাবে মনুষ্যোচিত ও নাগরিক মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

এইরূপে বর্ত্তমানের মালিক মুসোলিনি ভবিষ্যৎকে জয় করিয়া স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতির সকল দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে আর্থিক সমস্যার ফলে ইতালীতে আর রাষ্ট্রের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে না। যে সকল দেশ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের সমস্যায় উৎপীড়িত তাহাদিগকে পুনরায় উন্নতি করিতে হইলে এই আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। যা একদিন ইতালীর পক্ষে প্রয়োজনীয়

হইয়াছিল আজ তা সকল জাতির পক্ষেই আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের অল্পবিস্তর প্রায় সকল স্থানেই মানুষের ন্যায্য অধিকারের ধারণা অন্যায় ও অমূলক দাবী দাওয়ার প্রভাবে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। নাগরিকের যে কোন কর্ত্তব্য আছে মানুষ সে কথা ভুলিয়া যাইতেছে। সে শুধু এখন নিজের স্বার্থচিন্তাতেই ব্যস্ত। নাগরিক আজ নগরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। লোকের মনে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে যে ভ্রমাত্মক ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে তার প্রশ্রয় দিলে মুক্তি নাই। মুক্তি কর্ত্তব্যের পথে। ব্যক্তিকে ত্যাগ স্বীকার করিয়া হইলেও এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অর্থ তখন অনর্থের মূল না হইয়া সমাজে সঙ্গতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। সাম্যবাদীগণ শ্রমিকদিগকে সমাজের বিরুদ্ধে স্থাপিত করিয়া অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসোলিনি তার "কার্ত্তা দেল লাভোরো" দ্বারা তাহাদিগকে সস্নেহে সমাজের বুকে টানিয়া আনিয়া জাতীয় উন্নতির পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতিসমূহকে মুক্তি লাভ করিতে হইলে মুসোলিনি যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথে চলিতে হইবে।

—*—

মুসোলিনির আচরণ।

অনেকের ধারণা মুসোলিনি একজন হৃদয়-হীন ব্যক্তি। এই ধারণা তাদের মনে এমনই বদ্ধমূল যে একথা বলিতেও পুনরুক্তি করিতে তারা কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু আমি স্বচক্ষে এমন কতকগুলি ঘটনা দেখিয়াছি যা অতি দুর্লভ সুকোমল চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। তার অন্তর যে কতটা স্নেহশীল ও মমতাপূর্ণ, তার চরিত্রের একদিক যে কতটা মাধুর্য্য-ময় তা শুধু এইরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ হইতেই অনুভব করা যায়। পরিজনের প্রতি হৃদয়ের মাধুর্য্যগুণে তিনি একজন প্রকৃত রোমানিয়োলো।* তিনি পারিবারিক জীবনের ও পিতৃত্বের পক্ষপাতী। এই প্রেম যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রীতি ও আত্ম-সংরক্ষণ প্রবৃত্তির, তার সমগ্র গার্হস্থ্য জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ ও সমাজের দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ বিকাশ তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনেই যে এই বৃত্তি উন্মেষিত হইতে পারিয়াছিল, সকলেই যে পরিবারের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন এমন নয়। অপরের প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ত আরো বিরল।

---

* রোমানিয়োলা ইতালীর একটী প্রদেশ। এই প্রদেশের অধিবাসী-গণ কোমল মনোবৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা মুসোলিনির জন্মভূমি।

মুসোলিনির মানসদৃষ্টি সর্ব্বদা অন্যের উপর নিবদ্ধ। পার্লামেণ্টে তিনি যখন অপরের বক্তব্য শ্রবণ করেন তখনও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিষ্পলক নেত্রে সমবেত জনমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখেন। তখনো আমরা তার কর্ম্মানুরাগ লক্ষ্য করিয়া থাকি। জনসাধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সর্ব্বদাই কুতূহলী ও মনোযোগী। কাজ করিতে হইলে করণীয় বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। সেইজন্য তিনি সকল মানুষ ও সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বস্তু মনে করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। মুসোলিনি বড়লোকসুলভ ভুলিয়া যাওয়ার ও চিনিতে না পারার মিথ্যা গরিমায় গর্ব্বিত নন। এই প্রাচীন কপট রীতির তিনি ধার ধারেন না। তাকে প্রায় হামেষাই বিভিন্ন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। এই সকল কমিশনের সভ্য-দিগের মধ্যে অনেক সময় হয়ত এমন লোক থাকেন, যিনি ভীরুতা বশতঃ কিংবা হয়ত পূর্ব্বেই প্রেসিডেণ্টের সহিত দেখা করা কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক দিন দেখা করেন নাই বলিয়া লজ্জায় সকলের পিছনে একটু দূরে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসোলিনির চক্ষু এড়াইবার উপায় নাই। পূর্ব্বে একবার তাকে কোথাও দেখিয়া থাকিলে ও নাম জানিলেই হইল। তা হলেই তিনি সকলের পিছন হইতে তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন, কাছে ডাকিবেন ও নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। আবার অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্যও দেখা

যায়। অনেক ধৃষ্ট ও আত্ম-গর্ব্বিত ব্যক্তি নিজেদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য সময়ে অসময়ে মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করিতে আসে। কিন্তু উদাসীন ব্যবহার দ্বারা দর্প চূর্ণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্যর্থমানসে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। এদের মধ্যে যে কেউ কেউ নিতান্ত নাছোড়বান্দা না থাকে এমন নয়। কিন্তু আমাদের নেতার চরিত্রে সহিষ্ণুতার অভাব নাই।

মুসোলিনির হৃদয়।

বহু কাজে ব্যাপৃত রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে অপরের জন্য,—তা সাধারণ জনমণ্ডলীই হোক কিংবা তাদের প্রতিনিধিই হোক কিংবা অন্য যে কেউ হোক, মনের এই যে একাগ্রতা ও অবহিত ভাব, ইহা প্রাণের কোমলতারই বিকাশ মাত্র। প্রতিদিন যে সকল সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে মুসোলিনি তার প্রত্যেকটীর তাৎপর্য্য অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রত্যেক মানুষের মূল্য উপলব্ধি করিতে জানেন। কিছুই তার কাছে তুচ্ছ ও মনোযোগের অযোগ্য নয়। উদাসীনতা, অবজ্ঞা ও বিস্মরণশীলতা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। প্রাচীনকালে আরিষ্টোটল ও আধুনিক যুগে ডারউইন যেমন প্রকৃতি হইতে সকল জিনিষের মর্ম্ম সংগ্রহ করিতেন, মুসোলিনি সেইরূপ মানব-জীবন হইতে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। লোকে তার নিকট যা কিছু লিখিয়া জানায় তিনি সে সমস্ত স্বচক্ষে পাঠ করেন। মানুষের সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য অশেষ। অতি দীন লোকের লেখা, ব্যাকরণদুষ্ট, সামান্য একখানা চিঠিও তার মনে কৌতূহলের সঞ্চার করে। সাধারণতঃ সেক্রেটারীর উপরই অধিকাংশ চিঠির উত্তর দেওয়ার ভার ন্যস্ত থাকে; কিন্তু এইরূপ চিঠির উত্তর তিনি স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের নামাঙ্কিত

বড় বড় কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিয়া দিয়া থাকেন। কোথাকার কোন এক নগণ্য জননী কিংবা কোন বৃদ্ধা পিতামহীর জন্য তার চিত্ত যে কতটা বিচলিত হয় তা এই সকল চিঠির হস্তাক্ষর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা তার মনের স্বাধানতা, বিবেক, সাহস, বাস্তবপ্রিয়তা ও সাবহিত চিত্তের পরিচয় দেয়। লোকে যত জানে বা মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশী চিঠি মুসোলিনি স্বহস্তে লিখিয়া লোকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সকল চিঠির কোনটী হয়ত একটী উৎসাহের বাণী, কোনটী হয়ত বদান্যতার পরিচায়ক একটী সরল শব্দ বহন করিয়া লইয়া যায়।

একদিন,—মুসোলিনিকে হৃদয়হীন মনে করা হয়, সেই জন্যই ইহা বলিতেছি—একদিন রাজনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয় সম্পর্কে আমি তার নিকট আমার মত ব্যক্ত করিতেছিলাম। প্রকাণ্ড একতাড়া চিঠি হাতে করিয়া তিনি আমার কথা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ একখানা চিঠি বাহির করিয়া আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

—"একে তুমি চেন ?"

লোকটী আমার পরিচিত ইহা তিনি জানেন মনে করিয়া আমি বলিলাম

—"হুঁা"।

—"কাজ করে, নয় কি ? তোমার কি মনে হয় তার শক্তি কাজে লাগবে ? স্বষ্টি করার মত শক্তি তার মধ্যে আছে ?"

আমার যেরূপ মনে হইল বলিলাম। কিন্তু বিস্ময় আমার চিত্ত অধিকার করিল, কারণ যে লোকটীর সম্বন্ধে তিনি এ সব কথা বলিতেছিলেন তিনি বর্ত্তমানে ইতালীর একজন সুলেখক। তার সহিত আমার বন্ধুত্ব না থাকিলেও এক সময় দৈবক্রমে কোন স্থানে তার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। এই লোকটীর নিরানন্দ জীবনে যে সৃজন-প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল এবং তা যে উৎসাহ, অনুমোদন ও সাহায্যের দ্বারা স্ফুরণের যোগ্য সে কথা আমি প্রকাশ্যে স্বীকার করিলাম। লোকটীর সম্বন্ধে আমি যা জানিতাম,—তার কষ্টের জীবন, আর্টের জন্য তার উৎসাহ, তার বিষাদপূর্ণ যশোলিপ্সা অথচ আর্টের উপাসনা ও যশের কামনায় অর্থ মিলিত না বলিয়া তাকে কিরূপ ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে—সমস্তই তাকে খুলিয়া বলিলাম।

—"তাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"—চিঠির স্তূপের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া আমার দিকে চক্ষু তুলিয়া তিনি কথা কয়টী বলিলেন। এই সকল রাশি রাশি চিঠির মধ্যে ছিল কেবল আবেদন আর নিবেদন,—কতদূর থেকে কত রকমের লোক তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছে। কাল যে শত্রু ছিল সে লিখিয়াছে। যে বরাবর বন্ধু থাকিয়াও মিথ্যা আচরণ করিয়া আসিয়াছে সেও আবেদন করিয়াছে। সকলেই জানে মুসোলিনির নিকট আবেদন করিয়া বিফল-মনোরথ হইতে হয় না, কারণ তার হৃদয় কোমল, কোন অনুনয় তিনি অগ্রাহ্য করেন না, এমন কি যখন তিনি জানিতে পারেন

যে ব্যক্তি আজ সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে কাল সে তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়াছে ও প্রবন্ধ লিখিয়াছে, তখনও তিনি অন্য বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধু হৃদয়ের যুক্তি অনুসারে কাজ করেন।

—"তাকে একটু সাহায্য করতে হবে। তার দেনার পরিমাণ কত হবে মনে কর? কত টাকা পাঠান দরকার?"—

আমি যে পরিমাণ টাকা পাঠান দরকার বলিব মনে করিয়াছিলাম, হয়ত বা তাতে ভদ্রলোকের সকল ঋণ পরিশোধ হইবে না ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত কুণ্ঠা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু মুসোলিনিও এসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি যখন বলিলাম তাকে ঋণমুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পূর্ণ উৎসাহে কাজ করিতে দিতে হইলে একটু বেশী পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন,তখন তিনি বলিলেন—

—"হাঁ, তাকে ঋণমুক্ত করে নিশ্চিন্তমনে কাজ করতে দিতে হবে। এমন পরিমাণ টাকা পাঠাতে হবে যেন সে নিরুৎসাহ না হয়।"—

এই বলিয়া একটী স্তূপের নীচ হইতে চেকের খাতা বাহির করিয়া দশ সহস্র লিরার একটী চেক কাটিয়া দিলেন। অথচ যে লেখককে তিনি এই ভাবে সাহায্য করিলেন, তিনি কোনদিন তার আর্ট দ্বারা শাসনতন্ত্রের সেবা করেন নাই। ইহা হইতেই মুসোলিনির অনুপম আশ্রিত-বাৎসল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আবার অনেক সময় ইতালীবাসীগণ যখন প্রীতি, শ্রদ্ধা,

ভক্তি, আনন্দ, আস্থা ও শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া তার নিকট পত্র প্রেরণ করে, তখন তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়েন সত্য, কিন্তু সে সময় আমরা তার পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় পাই। দান্তে ও মাকিয়াভেল্লী, আলফিয়েরি ও মাৎসিনির ন্যায় মুসোলিনি পিত্তপ্রধান চরিত্রের লোক। ইতালীতে যকৃত শুধু একটী পিত্ত-নিঃসারক যন্ত্র নয়, ইহা চিন্তা করে ও মস্তিষ্ককে চিন্তা করিতে বাধ্য করে। সেইজন্য পরিহাস-প্রিয়তা মুসোলিনির প্রকৃতিগত, কিন্তু তার শ্লেষে ঝাঁঝাল ভাব নাই। তা প্রীতিস্নিগ্ধ ও মানবতায় পূর্ণ। তিনি বিদ্রূপকে মোলায়েম করিয়া, রসিকতার সহিত প্রসাদগুণ মিশ্রিত করিয়া হাসিতে জানেন।

গেল বৎসর, একদিন তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে, আমাকে গোপনে এক কোণে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন শীঘ্রই তিনি বড়লোক হইবার ইচ্ছা রাখেন।

—"একটু ভেবে দেখে তোমার কেমন মনে হয় বল। ইতালীর ছোট বড় যত কবি আছে তারা আমাকে যে সব কবিতা লিখে পাঠায় সেগুলি সংগ্রহ করে যদি একটা বই ছাপাই, আর যাদের কবিতা ছাপান হবে, যাদের নাম এর মধ্যে থাকবে তাদের প্রত্যেকেই যদি ২৫ কপি করে কিনে, তাহলেই ত আমি একজন ধনকুবের হব। বড় লোক হবার কেমন সুযোগ!"

মুসোলিনির কথা শুনিয়া নিমিষে আমার মানস চক্ষের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উপস্থিত হইল। আমার মনে হইল আমি যেন দেখিতে লাগিলাম দেশের যত কবির কবিতার খাতা বোঝাই বড় বড় বাক্স আমার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজান রহিয়াছে,—কত রকমের, কত রং বেরঙের খাতা! সাদা, লাল, নীল, পীত, সবুজ, বেগুনি, বাদামী। শুধু কি তাই? মনে হইল যেন নায়গ্রার জল-প্রপাতের মত আমার কাণে সহস্র সহস্র বিভিন্ন ছন্দের বিভিন্ন কবিতার সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতেছে।

আমি মুসোলিনিকে বলিলাম—"চমৎকার আইডিয়া! কিন্তু আপনি যদি বড়লোক হ'তে চান তাহ'লে আরেকটা উপায় আছে। সেটা আপনি ভাবেন নি?"

—"কি উপায়?"

—"আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সরকারী ভাবে কবি-সমাজের নিকট একটা নিবেদন পাঠান। তাহ'লে এক হপ্তার মধ্যেই আপনার উপকরণ শতগুণ বেড়ে যাবে। ভেবে দেখুন। একখানা বইয়ের পরিবর্ত্তে একশত খানা বই!"

মুসোলিনি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"রক্ষা কর! কথাটা কাউকে বলোনা যেন। যদি সংবাদপত্রে এ রকম একটা খবর ছাপান হয়, তাহলেই আমি গেছি!"

কিন্তু মুসোলিনি এত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এটাও তিনি গ্রহণ করিবেন ইহা আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।

মুসোলিনির বন্ধুগণ।

ক্ষমতার জন্যই তাদের বন্ধুলাভ ঘটে বলিয়া ক্ষমতাপন্ন লোকদিগকে অনেক সময় বন্ধুত্ব অটুট রাখিবার জন্য মিত্র-বর্গের প্রতি নানাপ্রকার অনুগ্রহ দেখাইতে হয়। কিন্তু মুসোলিনির অন্ততঃ এ বালাই নাই। তার এমন অনেক বন্ধু আছেন যারা কোন সম্মান, সাহায্য কিংবা পদ-গৌরব লাভ না করিয়াও, নাগরিকরূপে তিনি ইতালীয়ান জাতির যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন শুধু তা স্মরণ করিয়াই, গভীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পিতৃভূমির মুক্তিদাতা পুরুষরূপে তাকে ভালবাসেন। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের নেতারূপে তিনি নূতন রাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি একটী নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এমতাবস্থায় যে সকল ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ সৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি জীবন বিপন্ন করিয়া এই আপাতবিপর্য্যয়পূর্ণ নব আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাকে সাহায্য করিয়াছেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিভাগ ও পদ বিতরণ কালে তিনি তাদের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। পূর্ব্বে এরা ছিল তার সৈনিক, এখন এরা তার আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত অনুচর। এদের মধ্যে যারা বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধপথে অভিযান পরিত্যাগ করিয়া

চলিয়া গিয়াছে, তাদের ধিক্ ! কিন্তু মুসোলিনি এরূপ সম্ভাবনার জন্য ও প্রস্তুত ছিলেন।

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে দেশের মুক্তিদাতারূপে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যখন প্রথম অবতীর্ণ হন তখনই এখানে সেখানে যে দুই একজন মহদন্তঃকরণের পুরুষ, ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমানের পূর্ব্বাভাস দিয়া সমালোচকের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও নিজেদের স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন. তারা তার পক্ষ সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। আমি যাকে চেতনার কেন্দ্রীকরণ ও মনন-শক্তির অনুশীলন বলিয়াছি সংবাদপত্রসেবীরূপে মুসোলিনি প্রথম দিন হইতে তারই প্রচারে ব্রতী হন এবং এই সকল নির্ভর-যোগ্য দৃঢ়মনা লোকদিগকে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করেন। তখন পর্য্যন্ত তিনি তার কার্য্য-পদ্ধতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু তারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি তার মত গ্রহণে প্ররোচিত করিয়া তাদের নিকট প্রাণের আবেগে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তা তার লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান, তার গুণগ্রাহিতার আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়। তিনি দূর হইতেই তাদের প্রত্যেকের ব্যক্ত ও অব্যক্ত শক্তির পরিমাণ জানিতেন, তা স্বীকার করিতেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। মিথ্যাবাক্যে বারবার বিড়ম্বিত হইবার পর, অবশেষে একজন মানুষের মত মানুষের সাক্ষাৎ

পাইয়া ও তার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই সকল শ্রদ্ধাসক্ত প্রাণ যুদ্ধের সময় ও তৎপরবর্ত্তীকালে কথায় ও কলমে তার বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

এরা মুসোলিনির অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত বন্ধু। জাতীয় কৃতজ্ঞতা ক্রমে এদের মনে গভীর, নিঃস্বার্থ, দুর্লভ ব্যক্তিগত অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। মুসোলিনি সংসারের সকলকে সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ জাগিতে পারে না। তিনি জানেন তাদের অন্তরে শ্রদ্ধার যে দীপশিখা জ্বলিতেছে তার প্রভা অতি সুন্দর, কোন প্রকার হীনতা ও অপবিত্রতার ছায়া সে প্রভাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। তিনি জানেন এরা তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বর্ম্ম স্বরূপ। তিনি জানেন যখন কতকগুলি স্বার্থান্ধ নীচচেতাঃ লোকের হাতে তাকে অপমানিত হইতে হইয়াছিল, তখন তার এই সকল বন্ধু দীক্ষামন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়া তার উপর তাদের দ্বিগুণ আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুসোলিনির অসাক্ষাতে তার শত্রুগণ অনেক সময় ঈর্ষ্যাপীড়িত হইয়া তাকে উপহাস করিয়া থাকে। মুসোলিনি ইতর লোকের এই সকল ইতরতা অবহেলা করিয়াই চলেন, কিন্তু তার জন্য তার এই বন্ধুদিগকে ব্যক্তিগত জীবনে শত্রুদের হাতে যে কত নির্য্যাতন ও অমর্য্যাদা সহ্য করিতে হয় তা তিনি জানেন। মুখে অবশ্য তিনি বলেন এমন হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। কিন্তু তার প্রীতি-কবোষ্ণ হৃদয়

গোপনে তাদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং তাদের এই সকল অপমান ও লাঞ্ছনার যোগ্য ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। এই সকল ঘটনা হইতে মুসোলিনির চরিত্রের যে কোমলতা ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনাতীত !

আমি তার এইরূপ একজন বিশ্বাস-ভাজন বন্ধুকে জানি। কোন এক প্রকাশ্য আলোচনা-সভায় অপরপক্ষের প্রতিবাদী বক্তা কর্ত্তৃক তার নাম উক্ত হয় নাই বলিয়া যেদিন তিনি তা জানিতে পারিলেন সেইদিনই এক বিখ্যাত বক্তৃতায় তার এক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সকলের সম্মুখে তিনি তার সহিত নিজের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা ঘোষণা করেন। এইরূপে যে একগুণ বঞ্চিত হইয়াছে তিনি তাকে শতগুণ ফিরাইয়া দেন। আরেক সময় তিনি এই বন্ধুটীর সম্বন্ধে তার পক্ষেরই কোন সংবাদ-পত্রে কতকগুলি অসম্ভ্রমসূচক মন্তব্য পাঠ করিয়া তার নিকট নিজের মত ব্যক্ত করিয়া, নিজের হস্তাক্ষরে তার মূল্য স্বীকার করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন—তা তার অনুপম বন্ধুত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"তাতে কি আসে যায়? তুমি ত জান আমি তোমাকে কত সম্মান করি, কত ভালবাসি।"

যারা অখ্যাত থাকিয়া মহৎভাবে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত করিতে চায়, তাদের পক্ষে এই দুইটী জিনিষই যথেষ্ট।

সূচী।

ভুল সংশোধন।

পৃঃ ১	লাইন ২	বৈশিষ্ঠ্য > বৈশিষ্ট্য
পৃঃ ৩৮	,, ১২	বিস্বাস > বিশ্বাস
পৃঃ ৩৯	,, ১২	সম্মুখে > সম্মুখে
পৃঃ ৪০	,, ১	ক্ষতিগ্রস্থ > ক্ষতিগ্রস্ত
পৃঃ ,,	,, ৯	যাবনা > যাবনা
পৃঃ ৪১	,, ৪	করিয়ার > করিবার
পৃঃ ৪৫	,, ১২	লোলুপ > লোলুপ
পৃঃ ৪৮	,, ২	বৈশিষ্ঠ্য > বৈশিষ্ট্য
পৃঃ ৫৮	,, ৩	প্রগল্ভতার > প্রগল্‌ভতার
পৃঃ ৭৯	,, ২০	খুজিয়া > খুঁজিয়া